রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No77. রেজিষ্টার নং৭৭

CALCUTTA MAR 25

# অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮।, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹আনা।

৯ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ১১ই চৈত্র, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮২ সাল ইং ২৩এ মার্চ্চ ১৮৭৬ সাল। } ৬ সংখ্যা

## বিজ্ঞাপন।

—:০:—

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভূষণ দের বাটীতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্য।

১। স্পিরিট ক্যাম্ফর্। এই মহৌষধ অতিসার ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেকে অরোগ্য লাভ করিয়াছে। মূল্য ৷৵৹

২। গ্রীষ্মকালীন পানীয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ৷৵৹

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শন, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদরাধ্মান, বায়ু উদ্গার ইত্যাদি। মূল্য ১৲

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদুলে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৸৹

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকনি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁচড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিতবিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য। ৸৹

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পড়ন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে। মূল্য ৷৹

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রীলোকের বাধক পুরাতন কাশী, অম্লপিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৵৹

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নূতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ানি, ও গৃহিণী পীড়ার শীঘ্র উপশম হইবে। মূল্য ৸৹

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম (পারাসংমিশ্রিত রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালি ঘা, অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে মূল্য ৷৹

এস্, বি, দে এণ্ড ডি, এন, মিত্র, এল, এম, এস, কৃত।

---

## বন্দুক! বারুদ!! অতিসস্তা!!

আমরা বিলাত হইতে উত্তম উত্তম বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, তলয়ার ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম এবং নানাবিধ বিলাতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আনয়ন করিয়াছি। যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি, কলিকাতা ৩২ নং লাল দিঘির দক্ষিণ একশ্চেঞ্জের পূর্ব্বস্থিত ডি, এন, বিশ্বাস কোং দোকানে প্রাপ্ত হইবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

## অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

## আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

### বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমূত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কে হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ২ কৌটা ৫ টাক

| | |
|---|---|
| ঘৃত ১ শিশি এক পোয়া | ৪ টাকা |
| তৈল ১ ঐ ঐ | ৪ টাকা |
| প্যাকিং ও ডাকমাশুল | ২ টাকা |

### কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকাল পক্বতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল ।৵৹ আনা

---

### দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ন হয়।

১ কৌটা ৷৹ ডাকমাশুল ।৹ আনা

### সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৸৹ ডাকমাশুল ।৵৹ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

---

### নানাবর্ণের সুদৃশ্য বিলাতীয় হুঁকা।

কলিকাতা যোড়াশাঁকো চিতপুর রোড-৩৭২ সংখ্যক গৃহে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ২৷৹ হইতে ৫ পাঁচ টাকা।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরি।

এজেন্ট।

---

### যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, সোভা বাজার, ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীটে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৵৹ আনা।

---

### বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১৷৹ ডাক মাশুল ৵৹ অনা।

---

### ম্যালেরিয়া জ্বরঘ্ন আশ্চর্য্য পিল।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব হালদার বহু যত্নে ডাক্তার এডওয়ার্ড গুডিব, বেল এবং সং মেকনামারা সাহেবদিগের সম্মতি ক্রমে "এন্ট ম্যালেরিয়া ফিবর টনিক পিল" নামক বটিকা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রায় দুই বৎসর চিকিৎসা দ্বারা অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা বিশেষ উপকারী দর্শনে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে, করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রিট ২০৫ সংখ্যক ভবনে এন, এন, হালদারের মেডিকেল হলে উক্ত বটিকা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য এক বাকস্ ১৲ এক টাকা মাত্র। উক্ত মেডিকেল হলে তিনি প্রত্যহ প্রাতে ৭টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত ও বৈকালে ৫ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত চক্ষু ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞাপন।

## নূতন পুস্তক

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু প্রণত

| | মূল্য | ডাকমাশুল |
|---|---|---|
| বেদান্ত প্রবেশ | ১ | ৵০ |
| সৃষ্টি ( শাস্ত্রসম্মত ) | ১ | ৵০ |
| বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি | ১ | ৵০ |
| অধিকারতত্ত্ব | ॥০ | ৵০ |

কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রালয়ে ও আদিব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

---

### কয়লার খনি বিক্রয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন বরাকর হইতে ৩ মাইলের মধ্যে চাপতোরিয়ার কয়লার খনি বিক্রয় হইবেক। তাহার বিশেষ বিবরণ কটন ষ্ট্রীটের ১৪৭ নং ভবনে পাওয়া যাইবেক।

বাহাদুর সিংহ প্রতাপ সিংহ
রায় লছমীপত সিংহ বাহাদুর।

---

সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে আমার পতি জেলা রঙ্গপুরাধীন পরগণে কুণ্ডীর অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর নিবাসী দেবনাথ দাস মহাশয় বিগত ২৭ সে পৌষ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি কাহার অনুরোধ পরবশ না হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান হর মোহন দাস ও জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান খগেন্দ্র নারায়ণ দাসের সমক্ষে আমাকে বাচনিক এই আদেশ করেন যে "আমার ঔরস জাত অথচ তোমার গর্ভজ এক মাত্র সন্তান শ্রীমান দ্বারকা নাথ দাস এই ক্ষণ বর্ত্তমান আছেন, ঈশ্বর না করেন যদি উক্ত পুত্রের অকৃতদার বা অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হয় তবে তুমি একাভাবে দ্বিতীয় এই পর্য্যায় ক্রমে ক্রমিক দশটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া আমার ও পিতৃ পুরুষগণের জল পিণ্ডাধিকারী ও আমার ত্যক্ত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী করিবা" পতি মহাশয়ের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া তাহার জীবন শেষ করিবেক তাহা পূর্ব্বে অনুমান করিতে না পারায় তিনি দত্তকানুমতি পত্র প্রদান করেন নাই।

শ্রীদীনময়ী দাসী।
সাকিন বৈকুণ্ঠপুর পরগণে
কুণ্ডী জেলা রঙ্গপুর।

আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে স্বর্গীয় দেবনাথ দাস মহাশয় আমাদিগের সমীক্ষে উল্লিখিত বাচনিক দত্তক গ্রহণানুমতি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীহরমোহন দাস।
শ্রীখগেন্দ্র নারায়ণ দাস।

---

অতি অল্প দিনের মধ্যে
নিম্ন লিখিত ভূমিসম্পত্তি
বিক্রয় হইবে।

১——জেলা চট্টগ্রামের অন্তঃপাতি তরফ জয় নারায়ণ ঘোষাল মহল নওয়াবাদ নামীক জমিদারির দরবস্তহকুক।

উক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ফল ন্যুনাধিক ৮০ হাত রশির মাপের ৬৭০০০ বিঘা এবং গত তিন বৎসরে উহার আদায়ী জমা গড়ে ২০০০০ টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব ৯০৮১।৷৪ টাকা। প্রজাগণ যে সকল জমা জমীর নিমিত্ত খাজনা দেয় তদতিরিক্ত যে সকল জমি তাহারা আবাদ করিয়াছে, এবং যাহার উপর খাজনা ধার্য্য হয় নাই সেই সকল জমি সুন্দর [illegible] তত্বাবধান দ্বারা বন্দবস্ত করিলে হস্তবুদ জমা [illegible]ল পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

উক্ত সম্পত্তির অন্তঃর্গত সমুদয় জমা তৌজীভুক্ত আছে অর্থাৎ কালেক্টারির তৌজিতে লিপিবদ্ধ

২——জেলা ভুলুয়ার অন্তঃপাতি চোরবাটা কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস তালুকের দরবস্ত হকুক।

উহার সদর জমা পূর্ব্বে ১৪,৯৬৬ টাকা ছিল। কিন্তু জল প্লাবনের দরুণ উহা কমিয়া ২৬০ টাকা হইয়াছে. এবং সেই জমা এক্ষণে চলিতেছে। কিছু দিন হইল উক্ত তালুকে বহুল পরিমাণে চরপয়বস্ত হইয়াছে এবং উক্ত সম্পত্তির ক্রমশঃ উন্নতি সাধন হইতেছে।

৩——একখণ্ড ধানী জমী। উহার পরিমাণ ন্যূনাধিক চৌদ্দ বিঘা এক কাটা সাত ছটাক বেয়াল্লিশ বর্গ ফিট এবং ছয় বর্গ ইঞ্চ। উহা জেলা চব্বিশ পরগণার ট্যাঙ্গারার অন্তপাতি। উহার চৌহদ্দি উত্তরে কথকাংশ পাগল ডাঙ্গা নামক সরকারি রাস্তা এবং কতকাংশ ধাপা নামক লোনা জলের বিল সকলের জল গণ্ড ভূমি, দক্ষিণে একটি বাঁধ আছে। উক্ত বাঁধ উক্ত জমি এবং উক্ত জল গণ্ড জমি অর্থাৎ ধাপার মধ্যস্থিত। পূর্ব্বে কতকাংশ উক্ত বাঁধ পশ্চিম কতকাংশে সেখ পরাণ চাপরাশির জমি এবং কতকাংশে এক খণ্ড ধানী জমি যাহা রাম গোপাল বন্দোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্তগণের অংশ ভুক্ত হইয়াছে।

৪——একখণ্ড ধানী জমি। উহার পরিমাণ ন্যূনাধিক চোদ্দ বিঘা পাঁচ কাটা চারি ছটাক। উহা উপরোক্ত ট্যাঙ্গারার অন্তঃপাতি। উহার চৌহদ্দি উত্তরে শ্যাম মিত্রের জমা ও পুষ্করিণী উহার দক্ষিণে কতকাংশে মৃত শম্ভু চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্তগণের অংশ ভুক্ত জমি এবং কতকাংশে একটি বাধ যাহা উক্ত জমি এবং ধাপা নামক লোনা জলের বিলের জল গণ্ড জলের মধ্যস্থিত। পূর্ব্বে এক খণ্ড জমি যাহা মৃত রাম গোপাল বন্দোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্তগণের অংশ ভুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমে কতকাংশে ভাগবত পারাউয়ালের জমি এবং কতকাংশে মৃত শম্ভু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্তগণের অংশ ভুক্ত ভূমি খণ্ড। তিন ও চারি নম্বরের লাট বার্ষিক এক শত পঁচিশ টাকা ভাড়ায় ভাড়া দেওয়া হয়।

৫——এক খণ্ড ভাড়াটী জমি উহা সহর কলিকাতার আড়পুলি পটুয়াটুলী লেনস্থিত সাবেক নম্বর ৯৮ বর্ত্তমান ৬৮ নম্বর। উহার পরিমাণ তিন কাঠা তিন ছটাক ৩০ ফিট। উত্তরে মৃত গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের ভাড়াটিয়া জমি। দক্ষিণে মধুসুদন বন্দোপাধ্যায়ের মাতার ভাড়াটিয়া বাটী পূর্ব্বে নবীন চন্দ্র দত্তের বাড়ী। পশ্চিমে অপ্রকাশ্য রাস্থা।

অন্যান্য বিবরণ ও বিক্রয়ের স্বত্ব সকল জানিতে হইলে কলিকাতার সলিসিটারগণ মিশুয়ার্স বারনাস সণ্ডারসন এবং অপটনের নিকট আবেদন করিলে জানা যাইতে পারে।


---

### মুরশিদাবাদ সভা।

আগামী ১৯ই চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৩।০ টার সময়, বহরমপুর গ্রাণ্টহলে, উল্লিখিত সভার সাধারণ অধিবেশন হইয়া, মফস্বল মিউনিসিপাল আইন আলোচনা করা হইবে। মিউনিশিপাল করদাতাগণ ও সভা মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত হইয়া, সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

মুরশিদাবাদ সভার কার্য্যালয়
বহরমপুর গ্রাণ্টহল
১২৮২ ৬ই চৈত্র

শ্রীমহেন্দ্র নাথ বসু
সহঃ সম্পাদক

---


নূতন পুস্তক।
চারুশীলা নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত ডিপজিটরি, মেছুয়াবাজার ৮৪নং এবং প্রধান২ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০

---

নূতন নাটক! উৎকৃষ্ট নাটক!!

বীরবালা।

কলিকাতা, বহুবাজার ষ্ট্যান.হাপ প্রেসে, পটলডাঙ্গা ক্যাংনিং লাইব্রেরী ও নূতন ভারত যন্ত্রের এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১, এক টাকা

প্রকাশক শ্রীবেহারি লাল দত্ত


---

### মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু রাস বেহরী বসু রামপুর হাট | ১।০ |
| ' ' লালা মিত্র জিত সিং ঢাকা | ১০ |
| ' ' কালিনাথ বিশ্বাস জলাবাড়ি বরিশাল | ১০ |
| ' ' বেনীমাধব মজুমদার কৃষ্ণনগর | ৫ |
| ' ' বেহারীলাল গুপ্ত ডায়মণ্ডহারবর | ১২ |
| ' ' নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেনারস | ১০ |
| ' ' মৃত্যুঞ্জয় মিত্র এলাহাবাদ | ৫ |
| রাজা যোগেন্দ্র নাথ রায় নাটোর | ১০ |
| শ্রীযুক্ত বাবু নিমাই চরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহট্ট | ৫ |
| ' ' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীহ | ৫ |
| ' ' ভুবন মোহন ঘোষ ভিকানপুর মজাফরপুর | ৫ |
| ' ' লোকনাথ রায় ঈশ্বরীগঞ্জ ময়মান সিং | ৫ |
| ' ' শীতল চন্দ্র বসু চাপড়া | ১০ |
| ' ' হরি বিলাস আগরওয়ালা তাজপুর আসাম | ১০ |
| ' ' জীবেশ্বর শর্ম্মা যোরহাট আসাম | ১০ |
| ' ' কালিগতি মুখোপাধ্যায় ভাগোলপুর | ১০ |
| ' ' গোপী মোহন রায়চৌধুরী গৌরীপুরত্রিপুরা | ১০ |
| ' ' দ্বারকানাথ সরকার চাকলা ঝিনেদহ | ১০ |
| ' ' তারক চন্দ্র সরকার শৈলকুপা ঝিনেদহ | ৫ |
| ' ' সারদা প্রসাদ সরকার বেলবড়া কাহাল গা | ৫ |
| ' ' কালী মোহন দেয়ান জিলা বাখরগঞ্জ থানা মেহেন্দিগঞ্জ শ্রীরামপুর | ৪ |
| ' ' উত্তম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাদূড়ে | ৫ |
| ' ' মদন গোবিন্দ রায় চৌধুরী জফরগড় শ্রীহট্ট | ১০ |
| ' ' হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লোহাগড়া যশোর | ৫ |
| ' ' চন্দ্র কুমার সেন পুর্ণিয়া | ১০ |
| ' ' সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায় বসিরহাট | ১০ |
| ' ' উমাচরণ বসু মজফাপুর | ১০ |
| ' ' কাশী কিঙ্কর সেন পাবনা | ২ |
| ' ' তারক চন্দ্র রায় মলইরপুর ত্রিপুরা | ১০ |
| ' ' মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ইটা উঃ পঃ অঃ | ১০ |
| ' ' বৈকুণ্ঠ নাথ দে বালেশ্বর | ১০ |
| ' ' কালিপ্রসন্ন চৌধুরী ঢাকা | ৫ |
| ' ' কে, সি, বসাখ ময়মান সিং | ১০ |
| ' ' উমেশচন্দ্র সরকার গয়া | ১০ |
| ' ' অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সীতাপুর | ৫ |
| কুমার মহেন্দ্র লাল খাঁ নারাজোল মেদিনীপুর | ১০ |
| শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হোসাঙ্গাবাদ | ২।। |
| ' ' গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত সাগরকান্দি পাবনা | ১০ |
| রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর কান্দি | ১০ |
| রাজা কুমুদ নারায়ণ ভুপ বাহাদুর বিজনী | ১২ |
| শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কুমার সেন ঢাকা | ১২ |
| ' ' আনন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরি | ৫ |
| ' ' রাজকৃষ্ণ রায় হেডকনেষ্টবল মল্লাহাট বাগহাট | ৫ |
| ' ' ত্রিগুণা প্রসন্ন বসু হাটরা শুটিয়া কৃষ্ণনগর | ৫ |
| ' ' গোকুল কৃষ্ণ রায় হোসেনপুর | ৮।০ |
| ' ' প্রাণনাথ ঘোষ মঙ্গলদ কৃষ্ণনগর | ১০ |
| ' ' রামহরি প্রামাণিক আলিপুর | ৫ |
| ' ' বনমালি সেন রাজসাহী | ১০ |
| ' ' হরি সেবক মজুমদার হাবড়া | ১০ |
| ' ' কিশোরী মোহন বসু বেনারস | ৫।০ |
| ' ' প্যারিলাল মিত্র ফুলনগর বহরারপুর | ১০ |
| ' ' গোলক চন্দ্র রায় মেদমীপুর | ৫।। |
| ' ' গোপীনাথ বসু বাসড়া যশোর | ১০ |
| ' ' প্রাণ বল্লভ সেঠ আলাহাবাদ | ৫।।০ |
| ' ' বিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গৌরীনগর | |
| ' ' বিষ্ণু চন্দ্র চৌধুরী হুগলী | |
| ' ' রাম চন্দ্র সেন ঢাকা | |
| ' ' বনয়ারী লাল সোম দরভাঙ্গা | |
| বজ্রযোগিনী সভা বজ্রযোগিনী | |

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮২ সাল ১১ই চৈত্র। বৃহস্পতিবার।

## মফস্বল মিউনিশিপ্যালিটী।

আমরা আবার মফস্বলবাসীদিগকে সতর্ক করিতেছি। মফস্বল মিউনিশিপ্যালিটী বিল অতি শীঘ্র বিধিবদ্ধ হইবে। বঙ্গবাসীরা যদি এখন স্থির হইয়া থাকেন পরে তাহাদের অনুতাপ করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট ক্রমে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মিউনিশিপ্যালিটী বিস্তার করিবেন। রোড সেস দ্বারা গবর্ণমেণ্ট পবলিক ওয়ার্কের অনেক ভার আমাদের স্কন্ধে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, আবার মিউনিশিপ্যালিটী বিস্তার করিয়া শিক্ষা, চিকিৎসা, পোলিস প্রভৃতির ভারও আমাদের স্কন্ধে নিঃক্ষেপ করিতেছেন। এই সমুদায় ভার এখন গবর্ণমেণ্ট সংকুলান করিয়া থাকেন। সুতরাং মিউনিশিপ্যালিটী আইন দ্বারা যে অনিষ্ট, অমঙ্গল কি উৎপীড়ন এখন নগর উপনগর কি গণ্ডগ্রামে আবদ্ধ রহিয়াছে, উহা দাবানলের ন্যায় বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রজ্জ্বলিত হইবে। বাবু কৃষ্ণ দাস পাল গবর্ণমেণ্টের এই অভিসন্ধি বুঝিয়াছেন এবং এই নিমিত্ত তিনি ৮ ধারার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়া এই রূপ নিয়ম করিতে প্রস্তাব করেন যে, যে গ্রামে এক হাজার লোকের বসতি না হইবে তাহা প্রথম শ্রেণীর মিউনিশিপ্যালিটীর মধ্যে এবং যাহার বাসন্দার সংখ্যা অন্যূন ৫ শত উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিশিপ্যালিটীর মধ্যে পরিগণিত হইবে না। অধিবাসীর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অল্প হইলে উহা কোন রূপ মিউনিশিপ্যালিটীর মধ্যে পরিগনিত হইবে না। মিউনিশিপ্যালিটী প্রচার হওয়ার পক্ষে যাহাতে ইহা অপেক্ষা আরো কোন রূপ কঠোর শাসন হয় আমাদের এরূপ প্রার্থনা করা অতি কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় বাসন্দার সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একটী শাসন থাকা উচিত যে, স্থানীয় অধিকাংশ লোকের অনভিমতে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন স্থানে মিউনিশিপ্যালিটী স্থাপন করিতে পারিবেন না। সার জর্জ্জ। ক্যাম্বেল ক্ষুদ্র মিউনিশিপ্যালিটী রাজ্যে আত্ম শাসন শিক্ষা প্রচলিত করিবেন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করেন। আমাদের বর্ত্তমান লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সে সংকল্প পোষকতা করিবেন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সুতরাং যাহাতে মিউনিশিপ্যালিটী আইন আমাদের আত্ম শাসন শিক্ষার প্রকৃত পোষকতা করে এই রূপ হওয়া নিতান্ত উচিত। বাবু কৃষ্ণদাস পাল এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন যে, গবর্ণমেণ্ট প্রথম শ্রেণীর মিউনিশিপ্যালিটীতে কমিশনারগণের চতুর্থ অংশের একাংশ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিশিপ্যালিটীতে তৃতীয় অংশের একাংশ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, অবশিষ্ট কমিসনারগণকে করদাতারা মনোনীত করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা কৃষ্ণদাস বাবুর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় মফস্বল মিউনিশিপ্যালিটীর সমুদয় কমিশনার করদাতাদিগের দ্বারা নিযুক্ত হওয়া উচিত। মফস্বল মিউনিশিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মাজিষ্ট্রেট থাকিবেন, আবার আইন যে প্রণালীতে বিধিবদ্ধ হইতেছে তাহাতে কমিশনারেরা গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে এক বিন্দু কার্য্য করিতে পারিবেন না, সেখানে করদাতারা যদি সমুদয় কমিশনার নিযুক্ত করেন তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কিছু মাত্র লাঘব হইবে না, অথচ ইহা হইলে করদাতারা বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা আত্ম শাসন শিক্ষা করি গবর্ণমেণ্টের এটি আন্তরিক ইচ্ছা। আমাদের বিবেচনায় বিলের ৩৫ ধারা, ৬২ ধারা, ৬৪ ধারা, ৭৭ ধারা, ১১২ ধারা, ১১৯ ধারা গুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। ৩৫ ধারা অনুসারে মিউনিশিপ্যালিটির মধ্যস্থিত চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট মি শিপ্যাল কমিশনারগণের তত্ত্বাবধানে রক্ষা পারিবেন। এরূপ ভার কমিসনারগণের হস্তে অর্পণ করার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। কিন্তু পর্য্যাবেক্ষণের ভারের সঙ্গে সঙ্গে উহার ব্যয় নির্ব্বাহের ভার পাছে মিউনিশিপ্যালিটির স্কন্ধে নিঃক্ষেপ হয় আমাদের এই আশঙ্কা। যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় এটি গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত করিতে পারিবেন এরূপ ব্যবস্থা না হইয়া অধিকাংশ কমিশনারগণের অভিমতে গবর্ণমেণ্ট এই রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন এই রূপ ব্যবস্থা হইলে বোধ হয় কতক শাসন থাকিবে। ৬২ ধারা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রভৃতির ভার করদাতাদিগের স্কন্ধে নিঃক্ষেপ করিতে পারিবেন। যে সমুদয় মিউনিসিপ্যালিটীতে প্রচুর অর্থ থাকে সেখানে এই সমুদয় সদনুষ্ঠানে উহা ব্যয় হয় ইহাতে কাহারও অনেচ্ছা নাই, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয় যে, গবর্ণমেণ্ট এই সুকৌশলে আপনাদিগের ভার করদাতাদিগের স্কন্ধে পাছে নিঃক্ষেপ করেন। আমরা এই নিমিত্ত এই রূপ প্রস্তাব করি যে, এই ধারাতে এই রূপ কোন শাসন থাকা উচিত যে, এখন গবর্ণমেণ্ট যে সমুদয় ভার সংকুলন করিতেছেন তাহার কোন অংশ মিউনিশিপালিটির স্কন্ধে কোন মতে নিঃক্ষেপ করা না হয়। ৬৮ ধারা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট মিউনিশিপালিটির সমুদয় ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় এই ধারাটি এই রূপ হওয়া উচিত অর্থাৎ ৬১ ও ৬২ ধারাতে যে সমুদয় কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা নির্ব্বাহের ভার সমুদয় গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিবেন, তদ্ভিন আর সমুদয় কার্য্য অধিকাংশ কমিশনারেরা যাহা অনুরোধ করিবেন গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইবেন। ৭৭ ধারাতে নিয়ম হইয়াছে যে কমিশনারেরা লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের মত গ্রহণ করিয়া গো শকট অশ্ব শকট প্রভৃতির উপর কর নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন। আমাদের বিবেচনায় এই রূপ নিয়ম করা উচিত যে, এই সমুদয় কর কেবল প্রথম শ্রেণীর মিউনিশিপালিটিতে নির্দ্ধারিত হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিশিপালিটিতে এ গুলি নির্দ্ধারিত হইলে অতিশয় নিষ্পীড়ন হইবে। ১১২ ধারাটি পরিবর্ত্তন হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। মিউনিশিপালিটিতে এখন যত অত্যাচার হয় তাহার দশ আনা এই ধারা অনুসারে। ১১৯ ধারাতে ব্যবস্থা হইয়াছে, পোলিশ কর্ম্মচারীরা যে অশ্ব ব্যবহার করিবেন তাহার ট্যাক্স দিতে হইবে না। যখন গবর্ণমেণ্ট বাটির ট্যাক্স দিতে হইবে ব্যবস্থা হইল, তখন পোলিস কর্ম্মচারীরা কেন তাহাদের অশ্বের ট্যাক্স দিবেন না এটি যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। বাবু কৃষ্ণদাস পাল প্রস্তাব করেন যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিশিপালিটিতে যে আয় হইবে তাহার চতুর্থ অংশের অধিক পোলিসের নিমিত্ত ব্যয় করা হইবে না। এ বিষয়টিও অতিশয় গুরুতর। মিউনিশিপালিটির প্রধান উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য রক্ষা ও শান্তি রক্ষা। কিন্তু মিউনিশিপালিটির অধিকাংশ অর্থ কেবল শান্তি রক্ষা দ্বারা নিঃশেষিত হয় অথচ এই শান্তিরক্ষকগণ করদাতাদিগের সকল নিষ্পীড়নের মুল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অতিশয় প্রভুত্বপ্রিয়। তাহাদের প্রভুত্ব যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সেই দিকে তাহাদের প্রথম দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু এ দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে শান্তি রক্ষা অপেক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। প্রাণ রক্ষা না হইলে সম্পত্তি রক্ষায় কোন ফলোদয় হইবে না।

আমারা যেরূপ শুনিতেছি তাহাতে অতি সত্বর এই আইনটী বিধিবদ্ধ হইবে এবং ইহা জারি হইলে আমাদের অনেক কষ্ট বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। আমরা এই নিমিত্ত পুনঃ২ দেশবাসীদিগকে একটু তৎপর হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি। ম[illegible]বাদ সভা আগামী রবিবারে এই আইন ম[illegible] দোষ গুণ বিচার করিবার নিমিত্ত একটি সভা [illegible]রেন। আমরা ভরসা করি অন্যত্রও স[illegible] আন্দোলন উপস্থিত হইবে।

## মেজরটী আক্ট বা প্রাপ্ত বয়স্ক সম্বন্ধে আইন

মেজরিটী আক্ট কর্ত্তৃক অনিষ্টের আশঙ্কা শুদ্ধ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকে করেন নাই, অন্যান্য স্থানেও এখন লোকে স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা কোন উপকার হইবে না, প্রত্যুত বিশেষ অনিষ্ট হইবে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে এই আইনের বিপক্ষে গবর্ণমেণ্টে এক খানি আবেদন পড়িয়াছে। পাটনার জমিদারেরাও এই বিষয় লইয়া ঘোর আন্দোলন করিতেছেন। গয়ার কয়েক জন জমিদারের এজেণ্ট সে দিন আমাদের নিকট এই আইন কিসে রহিত হয় তাহার সৎ পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত আগমন করেন। বাঙ্গলার জমিদারগণেরও অনেকের ইহার নিমিত্ত অতিশন শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। আত্ম রক্ষা করা যদি ধর্ম্ম হয় এবং ইহার বিপরীত করায় যদি পাপ থাকে, তবে জমিদার মাত্রের ইহার প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এদেশীয়েরা এখন অল্পায়ু হইয়াছেন, আবার জমিদারেরা অনেক স্থলে নানা রূপ অত্যাচার করিয়া অতি অল্প বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন, তদ্ভিন্ন আত্ম কলহ, দেনা প্রভৃতি বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত অনেকে ইচ্ছা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে অনেক সম্পত্তি রক্ষা করেন, সুতরাং কোর্ট অব ওয়াড কর্ত্তৃক যাহাতে সুচারুপূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ হয় এবং ওয়াড সংক্রান্ত আইন যাহাতে মঙ্গলদায়ক হয় ইহার প্রতি যত্ন করা জমিদার মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এখন ১২৫টী সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার ছয়টী ২৪ পরগণায় ১টী নদিয়ার, তিনটী যশোহরে, রাজসাহী বিভাগে ২৫ টী এবং ঢাকা বিভাগের ৮। ৯ টী সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে আছে। ইহা ব্যতীত চট্টগ্রাম, পাটনা, সাহাবাদ, গয়া, ত্রিপুরা, দরভাঙ্গা, ভাগলপুর, উড়ি[illegible] ছোটনাগপুর প্রভৃতি নানা স্থানের বিস্তর সম্[illegible] কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে রক্ষিত হইয়াছে, [illegible] বাঙ্গলা ও বেহারের অনেক প্রধান প্রধান জমিদারি [illegible] গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ ভাবে তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। অতএব [illegible] দ্বারা অনায়াসে প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনেক জমিদারের নাবালক সন্তান সন্ততি রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইতে হয় এবং বাঙ্গলার অনেক জমিদারি গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে থাকে। যাহাতে সন্তান সন্ততিগণের ভবিষ্যত মঙ্গল হয় এটী পিতার সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্যকর্ম্ম। জমিদারেরা নাবালক পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্ট আইন অনুসারে নাবালকদিগকে নিজে রক্ষাণাবেক্ষণ করেন। এই অবস্থায় রক্ষিত হইয়া জমিদারদিগের সন্তানেরা কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং গবর্ণমেণ্টের অধীনে জমিদারি রক্ষিত হইলে উহার উৎকর্ষ কি অপকর্ষ সাধিত হয় জমিদার মাত্রের ইহা মনো নিবেশ পূর্ব্বক পরীক্ষা করা উচিত। কবে কে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তাহার স্থির নাই, সুতরাং কবে যে কোন জমিদারের নাবালক পুত্র এবং জমিদারি গবর্ণমেণ্টের অধীনে স্থাপিত হয় তাহারও স্থির নাই। যদি কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্য্য প্রণালী পরীক্ষা দ্বারা জমিদারেরা এই রূপ বুঝেন যে, এই প্রণালী কর্ত্তৃক জমিদারগণের কোনরূপ অনিষ্ট হইতেছে না তবে উৎকণ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী দ্বারা জমিদারেরা এরূপ অনুভব করেন যে ইহাতে নাবালক জমিদারগণের উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে তাহা হইলে অবিলম্বে ইহার প্রতিকারের যত্ন করা কর্ত্তব্য। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জমিদারদিগের বিশ্বাস যে, কোর্ট অব ওয়ার্ড দ্বারা সুচারুপূর্ব্বক কার্য্য হইতেছে না, তাহারা এই নিমিত্ত মেজরটি আক্টের প্রতিবাদ করিয়াছেন। গয়া ও পাটনার জমিদারদিগেরও এই মত। ব[illegible] কয়েক জন প্রধান জমিদারেরও এই মত।

পূর্ব্বে নিয়ম থাকে যে, ১৮ বৎসরে জমিদারদিগের পুত্রেরা বয় প্রাপ্ত হইবে। বিজয়নাগ্রামের

প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন এখন ২১ বৎসরে ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে। এই আইনটীর নাম মেজরিটী আকট। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জমিদারেরা বলেন যে, ১৮ বৎসরের অধিক কাল বালকদিগকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে রক্ষা করিলে তাহারা হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী অনেক অনুষ্ঠান করিতে পারে না। পাটনা ও গয়ার জমিদারদিগের আবেদন এখনও গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হয় নাই। তাহারা কি নিমিত্ত এই আইনের বিপক্ষ তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। বাঙ্গলার জমিদারেরা শাস্ত্রের বচনের উপর নির্ভর করিয়া ইহার প্রতি দোষারোপ করেন না। তাহারা বলেন যে, জমিদারগণের নাবালক পুত্রদিগকে গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কোন উপকার হইতেছে না। না সুচারু পূর্ব্বক শিক্ষা পায়, না তাহাদের চরিত্রের সংশোধন হয়। জমিদারদিগের সন্তান মাত্রে যে নির্ব্বোধ এবং শিক্ষা করিতে পারে না একথা বলা নিতান্ত অন্যায়, আবার গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়া জমিদারের একটি পুত্রও প্রায় সুশিক্ষিত হয় না। ইহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, ইহারা কারাগারবাসীর ন্যায় বন্দী অবস্থায় অবস্থিতি করে এবং কারাগারবাসীর ন্যায় তাহারা নিয়ম অতিক্রম করিলে পশুর ন্যায় তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়। যে স্থানে অবস্থিতি করিয়া এই রূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সেখানে ইচ্ছা পূর্ব্বক পিতা পুত্রকে পাঠাইতে পারেন না। যদি নাবালক জমিদারেরা কেবল অশিক্ষিত অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন তাহা হইলেও ইহারা তত শঙ্কা করিতেন না। কিন্তু লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের শিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য করেন না, অন্যান্য বিষয়েও এই রূপ তাচ্ছিল্য দেখান যে, [illegible]র অনেকের পরিণাম শেষে বিষময় হইয়া উঠে। [illegible]র জমিদারেরা এই সমুদায় দেখিয়া সশঙ্কিত হইয়াছেন। তাহাদের শঙ্কার আর একটী কারণ হইয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সদয় নহেন এবং পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ জমিদারগণের মঙ্গলের নিমিত্ত নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিতেন এখন আর তাহা করেন না। ক্যাম্বেল সাহেব তাহাদিগের মনে এই আশঙ্কা উদয় করেন। তিনি নিয়ম করেন যে, কোন কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনস্থ জমিদারিতে অর্থ সঞ্চয় যেন না হয়। আমাদের বর্ত্তমান লেফটেনেণ্ট গবর্ণরও এই আজ্ঞার অনুমোদন করেন আবার এখন কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের স্বজন প্রতিপালন করা একটী প্রধান কার্য্য হইয়াছে। তাহারা প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জমিদারিতে সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। এই নিমিত্ত অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে জমিদারির কার্য্য অর্পিত হইয়া বিস্তর ব্যয় পড়িয়া যায়। এই রূপ নানা কারণে বাঙ্গলার অনেক জমিদার মেজরিটি আকটের প্রতি আপত্তি করিতেছেন। তাহারা বলেন যে, ১৮ বৎসর গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া নাবালক জমিদারেরা যে সমুদয় কুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা তিরোহিত করা কতক সহজ হইতে পারে, কিন্তু ২১ বৎসর পর্য্যন্ত যদি তাহারা সেখানে থাকে তাহা হইলে তাহাদের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনের আর কোন আশা ভরসা থাকে না। বাঙ্গলার জমিদারেরা যদি সে শঙ্কা করেন সে নিতান্ত অন্যায় নহে। নাবালক জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের অধীনে রক্ষিত হইয়া যে কিছু মাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, অপিচ কোর্ট অব ওয়ার্ডের প্রত্যাগত জমিদারগণের অনেকের যে পরিণাম অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে ইহা সকলেই অবগত আছেন। আবার কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনস্থ জমিদারিগণের উন্নতি যে [illegible] পূর্ব্বের ন্যায় হইতেছে না তাহাও বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। আমরা প্রেসিডেন্সী বিভাগে, রাজসাহী বিভাগে, দরভাঙ্গায় এবং অন্যত্র ইহার ভূরি২ প্রমাণ দর্শন করিতেছি। এ রূপ অবস্থায় জমিদারেরা যদি শঙ্কাযুক্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা তাহাদের কোন দোষ দিতে পারি না। বরং আমাদের বিবেচনায় যে জমিদার এই রূপ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকেন তিনি কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণ নহেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া পিতৃ পুরুষদিগের নিকট অপরাধী এবং পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য প্রদর্শন না করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধগ্রস্থ হন।

---

বোধ হয় আর ১০। ১৫ দিনের মধ্যে মফস্বল মিউনিশিপাল আইন এবং আগ্রেরিয়ান অর্থাৎ জমিদার প্রজার বিবাদ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবে। এই দুইটি আইন অতিশয় গুরুতর এবং এখন আমাদের যত্ন করিয়া ইহার অনিষ্টকর অংশ গুলি সংশোধন করা অতি কর্ত্তব্য। আমরা উপরে মফস্বল মিউনিশিপালিটির বিষয় লিখিলাম। আগ্রেরিয়ান আইন সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। সার রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গলার অভ্যন্তরে যখন ভ্রমণ করেন তখন তিনি প্রজা ও জমিদারের মনোবাদ দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন। তিনি ইহা নিবারণের নিমিত্ত সংকল্প করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি এই আইনটী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি কি বৃদ্ধি হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। সার রিচার্ডের কতক বিশ্বাস যে, যে অবধি কলেক্টরদিগের হস্ত হইতে মুন্সেফদিগের হস্তে রাজস্ব সংক্রান্ত মকর্দ্দমা বিচারের ভার অর্পিত হইয়াছে তদবধি এই গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। তিনি এই নিমিত্ত নিয়ম করিতেছেন যেখানে প্রজা ও জমিদারে কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত কি এই রূপ কোন বিবাদ উপস্থিত হইবে সেখানে বিবাদ নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত কলেক্টরেরা বিবাদীয় জমিদারির সমুদয় মকর্দ্দমা নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিবেন। কলেক্টর সাহেব স্বয়ং কোন মকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না। তিন মফস্বল অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হইবেন তাহা কমিশনারকে এবং কমিশনার বোর্ডে উহা রিপোর্ট করিবেন। বোর্ডের পরামর্শ অনুসারে তিনি কর নির্দ্ধারণ করিবেন। ইহাতে এই ফল হইবে যে, মুনসেফদিগের হস্ত হইতে কর বৃদ্ধির কি বাকি খাজনার মকর্দ্দমা কলেক্টরের হস্তে অর্পিত হইবে এবং এই রূপ বন্দবস্তে এই কয়েকটী উপকার হইবার সম্ভাবনা। কলেক্টর সাহেবদিগের স্থানীয় অনেক জ্ঞান থাকাতে তাহারা সহজে কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত মকর্দ্দমা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে সুক্ষ্ম বিচারের পক্ষে বাধা হইবে। কর বৃদ্ধির মকর্দ্দমা এ রূপ জটিল যে, ইহাতে আইন সংক্রান্ত অনেক কুতর্ক উঠিতে পারে, তাহার মীমাংসা হাইকোর্ট ভিন্ন আর কোথাও হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, বিচার সম্বন্ধে হয় ত দেওয়ানি আদালতে যে রূপ হইত, বোর্ড অব রেবিনিউয়ে সেই রূপ হইবে, তবে আমাদের একটি ভয় হইতেছে যে পাছে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাতে বিবাদে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত এ দেশের শান্তি স্থাপন করিতে যে রূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দ্বারাই বিপরীত ফল ফলিয়াছে। বিশেষতঃ প্রজাদিগের বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পক্ষপাতী। গবর্ণমেণ্ট এখন রাজস্ব সংক্রান্ত কোন রূপ পরিবর্ত্তন করিতে গেলেই প্রজারা বুঝিবে তাহাদের কোন রূপ সুবিধা হইতেছে, সুতরাং তাহারা এই আইনের সাহায্য গ্রহণ [illegible]রিবার নিমিত্ত জমিদারের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করি[illegible]

---

যদি বস্ত্রের উপর এখন যে [illegible] উঠিয়া যায় তাহা হইলে আবার এ দেশে ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইবে। সকলে অবগত আছেন, আমরা ইনকম ট্যাক্সের পক্ষপাতী। ইনকম ট্যাক্স কর্ত্তৃক যদি কেহ ক্ষতিগ্রস্থ হন সে ধনাঢ্যেরা। ইহার নিষ্পীড়ন দরিদ্রদিগের উপর নিপতিত হয় না। যখন রোড সেস ও ইনকম ট্যাক্স লইয়া বাদানুবাদ হয় তখন আমরা ইনকম ট্যাক্সের পক্ষ গ্রহণ করি। এখন শুল্ক ও ইনকম ট্যাক্সের সঙ্গে বিবাদ। ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্রের উপর এখন যে শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে তাহা উঠিয়া গেলে ভিন্ন দেশীয় বস্ত্র অপেক্ষাকৃত সুলভ হইবে, সুতরাং এক দিকে সুলভ হইলে অপর দিকে কিছু দণ্ড দেওয়ায় কষ্ট হয় না। আবার শুল্ক উঠিয়া গেলে কি দরিদ্র কি ধনী যাহারা ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র পরিধান করেন সকলেরই কিছু ২ লভ্য হইবে। ইনকম ট্যাক্স সম্ভবতঃ এই রূপে নির্দ্ধারিত হইবে যে, উহা কর্ত্তৃক দরিদ্র শ্রেণীর কোন রূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে না, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় যদি আমরা দরিদ্রদিগের স্বার্থ দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং যদি নিয়ম হয় যে হাজার টাকার কম যাহাদের বাৎসরিক আয় তাহাদের ইনকম ট্যাক্স দিতে হইবে না তাহা হইলে শুল্ক উঠানের পক্ষে আমাদের মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু এবার আমাদের আর একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। শুল্ক উঠিয়া গেলে আমাদের নবানুষ্ঠিত বস্ত্রের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। যদি শুল্ক উঠিয়া গেলে আমাদের এ বিষয়ে কোন রূপ ক্ষতি হয় তাহা হইলে শুল্ক উঠাইতে দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।

---

বোম্বাইগেজেট প্রকাশ করেন যে, শুল্ক সম্বন্ধীয় আইন লইয়া লর্ড নর্থব্রুকের সঙ্গে ষ্টেট সেক্রেটরির বিবাদ হয় এবং ষ্টেট সেক্রেটরি এই সম্বন্ধে গবর্ণর-জেনারেলকে এক খানি কড়া পত্র লিখেন, গবর্ণর-জেনারেল সেই গ্লানিতে কর্ম্ম প[illegible] ত্যাগ করেন। সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড নর্থব্রুককে যে পত্র লিখেন তাহা প্রকাশ হইয়াছে। এ পত্রে আমরা এরূপ কোন রূঢ় ভাষা দেখিলাম না যাহাতে লর্ড নর্থব্রুক অভিমানী হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন। লর্ড স্যালিসবারি এক জন বিচক্ষণ লোক। তিনি শুল্ক সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অনায়াসে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি কিরূপ সুন্দররূপে তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লর্ড নর্থব্রুককে দুইটী বিষয় লিখিয়াছেন। প্রথম তিনি লিখিয়াছেন যে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে প্রেরিত বস্ত্রে এখন যে শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। উৎকৃষ্ট তুলার উপর লর্ড নর্থব্রুক যে শুল্ক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহাও উঠাইয়া দেওয়া উচিত। তিনি এ সম্বন্ধে যে তর্ক করিয়াছেন তাহা আমরা পরে প্রকাশ করিব। তবে লর্ড নর্থব্রুকের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্ব্বে স্যালিসবারির পত্র প্রকাশ হওয়ায় একটি উপকার হইল। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের যত অমঙ্গল করুন তিনি ভারতবর্ষের মঙ্গলের নিমিত্ত পরিশেষে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এদেশীয়দিগের হৃদয় অতিশয় কোমল। অনেকে এই নিমিত্ত লর্ড নর্থব্রুকের অনেক অপরাধ বিস্মৃত হন। কিন্তু এখন সকলে জানিতে পারিবেন যে, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল তত কৃপার পাত্র নন। তিনি কোন কাজেই ভারতবর্ষের নিষ্কৃত্রিম মঙ্গল করেন নাই।

---

বিখ্যাত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষালের পুত্রদিগের প্রতি আজ কিছু দিন পোলিস কনেষ্টবলেরা ভয়ানক অত্যাচার করে। ঘোষালদিগের বাটীর সম্মুখে তাহাদের জায়গায় এক জন বৃদ্ধা তরকারি বিক্রয় করিত। জনেক পাহারাওয়ালা এই বৃদ্ধার উপর অত্যাচার করায় ঈশ্বর বাবুর পুত্র শরৎ চন্দ্র ঘোষাল বৃদ্ধার পক্ষ সমর্থন করেন। ইহাতে পাহারাওয়া[illegible] তাহার

## Advertisement.

The Indian League hereby convene a Public Meeting of the Inhabitants of Calcutta, to be held at the Beadon Street Pavilion on Saturday, the 25th, at 4 P. M., to consider the Presidency Magistrate's Bill 1876, now pending in the supreme Legislative Council, and to adopt a Memorial to H. E. the Viceroy in Council on the subject. The Bill contains provisions new and objectionable, and should receive the earnest attention of the public, who are respectfully requested to attend.

KALI MOHUN DOSS.
Secy., Indian League.



# THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA THURSDAY, MARCH, 23, 1876.


We have to record with much regret the death of Docter Milman, the Lord Bishop of Calcutta. He was a great friend of the Eurasian community.

—ooo—

We are glad to learn that justice has at last been done to Babu Denobundhu Sanial, the late Sub-Registrar of Furridpore, one of the victims of Sir George Campbell's caprices. Sir Richard Temple has expressed his willingliness to reinstate him to Government service, and we are assured, that as soon as a suitable post falls vacan't it will be filled up by Babu Denobundhu.

—ooo—

The following police case we take from the *Englishman.*—

A jamadar of Police charged a coolie with assaulting him by order of a Babu, believed to be his master, and tearing his uniform coat, because he was spoken to by him, and desired to remove an obstruction. Defendant denied the charge; and through his pleader, Mr. Moses, alleged that it was he who was assaulted. A chaukidar of Police, who came to the rescue, corroborated the jamadar's statement, and the defendant was convicted and sentenced to fourteen day's rigorous imprisonment, and to pay a fine of Rs. 6, which, if paid, was ordered to be made over to the complainant as compensation for the damage to his uniform coat. Mr. Moses had applied for an adjournment to call witnesses to prove his client's innocence, but the Court refused it.

The above is only a typical case. It is the usual way of disposing police cases by Calcutta Magistrates. Did it never occur to Mr. Dickens that the very fact of a coolee assaulting a Police and a Police Jemader of the City of Calcutta too, is in the very face of the thing incredible? Yet the Jemaddar was believed and when the coolie cited witnesses to prove his innocence his application was refused! And the Government is going to make these gentlemen the absolut disposer of the destinies of the citizens!

—ooo—

The Indian Lea[illegible] pressed Government to increase the number [illegible]ected commissioners from 48 to 54. The Bill [illegible]present provides for the election of two-thirds [illegible] entire number but the Leaguers prayed that th[illegible]e-payers may have the power to elect three-four[illegible] They waited on deputation for this purpose, a[illegible] their last move was to write a letter to the Gove[illegible]ent on the subject. Last Saturday His Honor a[illegible]he meeting of the Council alluded to the praye[illegible] the Leagures and recommended it to the notice [illegible] the members of the Council. He said that per[illegible]ally he had no objection to grant the prayer an[illegible]e would be glad if the memberrs would view the [illegible]ing in the same light. There was then every hop[illegible] of getting anoher truimph, but alas! fate ruled otherwise. The members were very strong on the point and they thought it would be "dangerous" to give the electors the power of electing so many Commissioners. It pained us very much, as we fear, it would pain our readers to learn that we lost the point when there was every hope of gaining it. It pained us especially as the Bengallee members themselves joined the Government party and out-voted Babu Krishto Dass Pal, who at the request of His Honor, had moved the amendment We thank Babu Krishto Dass for his advocacy of the cause of the rate-payers at this juncture.

—oo—

The Bombay Revenue Jurisdiction Bill was again brought before the Council on Tuesday last and in less than a week it will become law. We are pained at the attitude assumed by Lord Northbrook in connection with this measure which has been emphatically condemned by public opinion. It is really not a matter of small surprise that His Lordship, on the eve of his departure from this land, should so perversely cling to a measure, which if passed, will cast a indelible stain on his name. But the fiat has gone forth, and the Revenue Jurisdiction Bill will be passed into an Act before another week has passed away. Our readers are already aware of the dangerous nature of this bill. The principle of it is unconstitutional. The power which it takes from the Civil Court has never been abused by them, and it has been proved over and over again that the Revenue Department has, and very naturally so, the interest of the revenue more at heart than the rights of the landholders whom it assesses. The department has been proved to have on some instances in effect confiscated the lands of humble people who would have been without redress i this Revenue Jurisdiction Bill had become law before now. What is to be done in face of the determination of the Government to force this bill on the country? We should recommend those interested at once to memorialise the Secretary of State on the subject and to take steps to bring the reactionary and unconstitutional character of the measure to the attention of the House of Commons. The sooner it is done the greater is the likelihood of its being vetoed by the Secretary of State. The memorial submitted to the Viceroy by the people of Bombay was not even alluded to by His Excellency.

—ooo—

The long-looked for correspondence between the Secretary of State and the Government of India regarding the Tariff Act has been published and the public are now in a condition to Judge whether Lord Northbrook actually sacrificed himself for the good of India or whether the tone of the State Secretary's Despatch was really imperious and insulting. We shall give today a short history of the whole affair. It was on the 15th of July 1875, that Marquis Salisbury in his Despatch No. 6 recommended Lord Northbrook to remove "at as early a period as the state of your finance permits this subject of dangerous contention," that is, the duty upon cotton goods. The State Secretary proceeded. "The precaution has indeed, been delayed too long. Some soreness even now will be felt, and more will be expressed by persons, who will trace such a policy to a preference of English over Indian claims. But the irritation will only extend over a wider surface if action is delayed, and may, if the delay be too far prolonged, become a serious public danger." The substance of the State Secretary's argument was this. He said that the British Parliament would never continue to permit protective duties in countries under its sway as such restrictions are repugnant to English ideas of free trade. To-day or to-morrow the duty must be abolished, so the sooner it is done the irritation will be less. If action is delayed the irritation will gradually extend over a wider surface, and so its cause ought to be removed as soon as financial consideration allows it. Moreover no manufacture can be healthy which is thus protected by Government. It is therefore necessary, to place native manufactures in a healthy footing, to take away protection by Government.

On the 5th of August before the above Despatch had reached Lord Northbrook, he passed the famous Tariff Act, which satisfied no party as his object was to satisfy all. In that Act he tried to satisfy the Indian mill-owners by retaining duty on cotton goods, and he tried to please the Manchester people by imposing a new duty upon long stapled cotton. This latter duty was extremely unfair, but something must be done to satisfy powerful people at home, and Lord Northbrook probably thought that this was the best way of doing it in the least way of injuring the interest of India. Taking all things together the Tariff Act was in reality favourable to the interest of India as at present there is little likelihood of our mill-owners being able to produce finer yearns from imported Egyptian or American raw material. Well, the Tariff Act was passed without the knowledge of the State Secretary. The same day the matter was telegraphed to him from Simla, and on the 7th, the State Secretary demanded by telegraph an explanation from the Indian Government why the Act was withdrawn from the operation of the Legislative Despatch 9 of 1874. In this Despatch the Government of India was directed never to introduce any Act without first consulting the Secretary of State. Lord Northbrook wrote in reply that "in that Despatch the degree of importance which would necessitate the reference of a measure to the Secretary of State, before its introduction into our Legislative Council, and the degree of urgency which would withdraw a measure from the necessity of such reference, was left to be determined by our judgment. We did not consider that the Act in question should be so referred." Lord Northbrook further contended that "it is obvious that prolonged discussions pending reference to Her Majesty's Government with regard to measures involving alterations of custom duties could not be carried on without a disclosure of the intention of the Government which would be productive of considerable inconvenience to trade. In England such measures are habitually kept secret, until the resolution of the House of Commons is moved which authorises the collection of the new duty."

To this Lord Salisbury replied that "I cannot concur with Your Excellency in thinking that the urgency of the case was such as to justify either your failure to inform me of your intentions to legislate upon this subject, or the sudden action by which your proposal has been converted into a law," and he directed the India Government when it contemplated in future to withdraw any measure from the operation of the Legislative Despatch to inform the State Secretary about it by telegraph. Regarding the measure oozing out if communicated to the State Secretary and thus causing inconvenience to trade, Lord Salisbury remarks. "I cannot but hope that Your Excellency over-rates the difficulty of keeping an official secret. The number of persons to whom your final recommendation need be made known is very small and in case of any betrayal of confidence, the offender could hardly fail to be detected. It would be little less than a scandal if Your Excellency were unable to refer for instruction to Her Majesty's Government for fear of the subject matter of the reference leaking-out."

The State Secretary took objection also against the manner in which the Act was passed. It was passed at a single sitting at Simla beyond the influence of public opinion and in the absence of non-official members. We propose to discuss the question in all its bearing in a future issue

—ooo—

THE GREAT MOGUL.—Sir George Campbell is either the honestest man in Great Britain or a libeller of his Queen and his nation. He gives lie to the repeated utterances of English Statesmen; the solemn pledges of the English nation and the Proclamation of Her Majesty the Queen herself. It was in the month of October last that we first raised the alarm regarding the Indian Legislation Bill, the object of which is to curtail the power of our Law Courts. That bill was read the other day a second time in Parliament. When the bill was introduced it was then midnight, but yet there was a debate, though certainly very feeble that debate was. In that debate Sir George Campbell is reported to have said:—

He had already in the debate on the bill of the Prime Minister spoken of the representative of the British Empire in India as sitting in the place of the Great Mogul—(laughter)—and he now said that such a personage ought not to be overruled by the courts. For his own part he detested shams; and thought that when we had an absolute Government we ought openly to acknowledge that it was absolute. On the other side of the Atlantic there existed a free Government, and a part of the constitution of that country provided that when the executive power had ceased to exercise its functions it might be brought to a sense of its duty in courts of law. But he considered our position in India to be very different, and held that there the executive legislature ought to be supreme.

Now let us ponder on these sentiments from an experienced Anglo-Indian and a member of Parliament. The sentiments when analized come to this. The Governor-General is but the Great Mogul of India, and is above all law. India is despotically governed and it ought to be governed so. The Law Courts are all shams and there is no good in deluding the people of India with false notions of their position. Let the Great Mogul do whatever he pleases, there is no necessity for laws, at least let his will be above all law as it, is really in fact and as it ought to be the case. The *Bombay Gazette* makes the following remarks upon the utterances of Sir George:—

It is a pleasure to know that this out-spoken declaration of contempt for the authority of Courts of Law in this country will reach Calcutta before the Bombay Revenue Jurisdiction Bill is passed; for the sympathy of Sir George Campbell ought greatly to strengthen the hands of those kindred spirits, Mr. Hobhouse and Mr. Hope. With Calcutta and Westminster working cordially together to destroy what Sir George calls "shams," though they used to be known as guarantees for personal liberty and private rights of property, we may look forward to the speedy realization of the dream of transforming British India into a mere empire governed by a Great Mogul and a host of rapacious tax-collectors. At presene the protection of the Courts of Law satisfies the people that their absolute Government will not be allowed to degenerate into an arbitrary Government, and that a remedy is open to them if the Executive officers of the administration choose, for instance, to pass a law for confiscating half the landed property of the country. But, if this protection be withdrawn, vested rights will become as valueless in India as they were under Mahomedan rule; and the best title the English possess to the dominion of the country will be abolished. No doubt Mr. Fawcett, and a few other members of Parliament of high principle and wide sympathies, will protest as energetically in the House of Commons against the carrying out of what looks like a deliberate design for completely enslaving India, as the press and the public have protested in this country against the despotic tendency of recent legislation. But it will be all in vain.

Professor Fawcett condemned the "unfortunate expression" of Sir George, the comparison of the "dominion we exercised over India" to the dominion "formerly excercised by the Great Mogul," as "it was calculated to produce the utmost harm in India." Now the Professor is our friend and Sir George is———, well, not a particular friend. But we must say that the act of Sir George was more friendly than that of the Professor. For Sir George only candidly expressed a fact which the professor tried to conceal from India "for if given out, it was calculated to produce the utmost harm in India." The object of the Indian Legislation Act is simply to make the Governor General or the State Secretary the absolute master of India. That Bill has passed the second reading without much serious opposition. This Bill has been for 4 or 5 years before Parliament, it has since undergone important modifications, but though so long before Parliament its existence was unknown in India. It has not been reported and we come to know of the existence and dangerous character of the Bill by a pure accident. The probability is that the Bill will become law and, as the *Gazette* mournfully says, all will be in "vain."

When such is the case what is the great harm, we do not know, in calling the Viceroy a Great Mogul. If the people of this country are intelligent enough to object to their Governor General being styled the Great Mogul of India, it is futile to persuade them to believe after this proposed Bill, that India is subject to a constitutional Government. If they are intelligent enough to understand the one point they must be intelligent enough to understand the other. But yet we must say the comparison of Sir George Campbell does not absolutely hold good. In absolute power the Viceroy and Governor General may be likened to the Great Mogul of former times but in other respects there is no similarity. The Great Mogul had a permanent interest in this country, while the Governor General has nothing of that sort. The Great Mogul enriched the country, at least never drained it of its resources, but an absentee Government must necessarily do it. The interest of the Mogul was almost identical with that of the people, but the Viceroy must feel only a secondary interest for this country. The Moguls governed the country by the natives of the land but the Viceroys import people from a foreign country. So there is no great similarity between the Great Moguls and the Indian Governor Generals. Respecting the Indian Legislation Bill, "J. D." writes to the *Home News* as follows:—

Will you permit me, through your columns, to call particular attention to certain provisions of the 'Indian Legislation Bill,' which is now under consideration of Parliament? Section 3 proposes to confer on the Government of India the power to repeal or alter the letters patent of the high courts in India. These courts have been established under the authority of Acts of Parliament, and the Crown itself cannot, according to the constitution of Great Britain, repeal or alter their letters patent. Under such circumstances it is but reasonable to expect that the Government should state why the extraordinary powers asked for are needed at the present moment. The public impression in India is that the powers demanded are intended to exempt the conduct of executive officers from the jurisdiction of the law courts, in cases like the Koth succession, the Hazaribagh, the Bhaonagar cession, the assessment suit connected with the Bombay Revenue Jurisdiction Bill, and the recent Kattywar case of Haribhai Monbhai. Might it not be advisable for Parliament, before granting the powers described in the Indian Legislation Bill, to inquire into the circumstnaces which induced the Government to ask for them, and thereby ascertain the uses which those dangerous and unconstitutional powers are likely to be put to.

Indeed, is Parliament so satiated with the enjoyment of power that it should cheerfully or at least unconcernedly part with its control over India to a single member of the House? Why was then India taken from the hands of the Company in 1858? Why not restore it back again to the Company if India has already tired England? If India has tired the English nation why not make it over to the people retaining the ultimate control? In Parliament as we said there was only a feeble debate regarding this Bill. The only member who spoke on the point and to some purpose was Mr. Leith. He said:—

"Mr. Leith was glad to find that this bill differed essentially from the former bill. The previous proposal contained provisions which were clearly unconstitutional. His objections before had been directed to parts of the bill which were now ommitted, and for which in the present bill other provisions had been substituted to which in themselves he did not object. He thought, therefore, as he did not object to the principle of the measure, all he could do was to endeavour by offering amendments in Committee to correct an error which he thought the Attorney General would admit was a greater blot on the bill than any other to which he could have referred. This defect was apparent on the face of it, and he could not help thinking that it had arisen through an oversight rather than intention. The provision he alluded to was in the 9th clause, which provided that the validity of Acts of the Governor in Council were not to be questioned by courts of justice in India except the High Courts. The Court would consist of the Chief Justice, who would of course be an English barrister, another English barrister, and a third Judge; but the power was limited to the cases in which they were exercising at the time the appellate jurisdiction or the extraordinary original civil jurisdiction as it was termed. This term might seem very strange in the ears of honourable members, but it meant that the High Court had power to call up to itself from the courts in the provinces cases which were there pending, and which were thought to be of sufficient importance to be brought in the High Court for adjudication there. But it must be remembered that in the High Court there was the ordinary jurisdiction which extended to a wider limit and which took cognizance of cases of great importance in which the mercantile community were generally concerned. Yet there was a clause in this bill forbidding any other court than those he had mentioned to entertain these questions; and, therefore, they would be excluded from the ordinary civil jurisdiction of magistrates of the High Courts in the several presidencies, although the latter had the same machinery as the former—a Chief Justice and two other Judges. Therefore the Court would be in this position: that in all cases in which the community of Calcutta, Bombay, or Madras were concerned, or the localities around, they would have no means of testing or disputing the validity of the legislative Acts of the Governor General in Council. He trusted this defect in the bill would be considered, and that some remedy would be proposed before it went into Committee. At all events he hoped his honourable and learned friend would promise to put an amendment on the paper for the purpose of raising the question. There were other objections to the bill, but as they were of a less important character he would reserve them for Committee in order that he might assist in making this a more satisfactory measure."

Mr. Fawcett, usually so very shrewd, lost sight of the principal point. He urged that the Governor General should not be controlled in the way he is being done, and that, "the control had been increasing during the last year or two." The main point at issue is not whether India should be governed by the State Secretary or the Governor General, but whether it should be governed by laws or individuals. To us one despot is as good as the other. To us it is of the utmost indifference whether we are governed from Simla or White Hall, provided we are governed under fixed and liberal principles. What we contend is why should India be subject to the will of one individual? What are the circumstances which induced the British Nation to put such restrictions upon the liberties of the people of India? Why should India be enslaved? If such a course was adopted immediately after the suppression of the Sepoy War we could have understood it. But then it was thought that India required a milder form of Government It was found out that the Company had lost the sympathy of the people by their arbitrary proceedings and the circumstances of the country demanded a better form of Government. But why this sudden change in the tone and policy of the British Nation? Let us at least know the charge before we are condemned. It is extremely curious and a matter of supreme wonder that after the Proclamation of Her Majesty the Queen, the repeated assurances and solemn pledges of the British Nation, their ceaseless endeavours in the cause of the slave trade; that while the Government is on the one hand granting freedom of elections and the leading organ of the British Nation is recommending to associate the Indians in the government of their own country and to entrust them with larger powers, the Government is enacting on the other hand such measures as the Indian Legislation Act and the Presidency Magistrates' Act.

———ooo———

The Presidency Magistrates' Bill:—It is satisfactory that the inhabitants of Calcutta are going to hold a public meeting protesting against the dangerous sections contained in the Bill. The Government generally may not much care what the people may say, but we must do our duty and leave the rest to Heaven. Lord Northbrook may not choose, on the eve of his departure from this country, to leave a bad name behind. His Lordship may not choose to be ranked with such rulers as Lord Mayo and Sir George Campbell. Taking a comprehensive view of the whole career of Lord Northbrook in this country, we cannot persuade ourselves to believe, that he will disregard public opinion if urged moderately, unanimously and forcibly. We entertain the belief that His Lordship will not belie his whole Indian career on the eve of his departure. But if His Lordship chooses to restrict the liberties of the inhabitants of Presidency Towns, as his predecessor did of the Muffasal, yet we shall have the consolation that we did our best. This protest, if it does not serve our purpose presently, may be of use to us hereafter. The time must come when the nation will make a determined, sustained and united effort to check the absolute power of the Executive and to proclaim the reign of Law. At that time it will be necessary to shew that the Presidency Towns were brought under the clutches of the Executive not without a protest.

We hope the gathering will be large to prove how the people take the dangerous innovations contemplated by the Government. We have already shewn in our last some of these innovations and we shall presently shew others. We hope the inhabitants of the Town will make a common cause, for never was perfect union amongst the citizens so absolutely necessary. The law makes no distinction between Europeans and natives, or Hindoos and Mahamadens, all are alike interested in having the bill shorn of its fangs. Those who stand themselves aloof at such a time as this injure themselves and their country. At such a time as this, when the Metropolis of the British Indian Empire and the Capital cities like Bombay and Madras are threatened with dangerous innovations, dangerous to the personal liberty of the subject, creeds, castes, and parties should be forgotten, all, who have any sense of duty in them, or the least trace of love for their country, or even the animal instint of self-preservation, must come forward to enter a loud protest against the enormous powers with which the Executive is proposed to be vested. The whole tenor of the bill is threatening, the spirit it breathes is of ferocity. Indeed the bill throughout breathes fetters and chains. The drift of the measure is to render the people helpless in the hands of the Executive and deprive the citizens of their liberty as subjects of a constitutional Government. It is impossible to criticize a bill like this in a single Newspaper article or a couple of articles, but we shall try to give an idea as to the drift of the measure as succintly as we can.

We have already seen with what enormous powers the Magistrates are proposed to be vested with. We have seen also that the bill proposes virtually to do away with the trial by juries. Now let us see how the Magistrates are to proceed with the cases before them. Sections 74 and 75 coolly provide that "the Magistrate need not record the evidence of the witnesses in any case tried by him under this Act." But if he thinks fit to record such evidence "it shall be sufficient either to take it down with his own hand or to cause it to be taken down in writing from his dictation in open Court." Then there are further directions: "The evidence so taken down shall ordinarily be taken in the form of a narrative." Then the Magistrate will pass the sentence. This was the procedure adopted years ago by Muffasil Zemindars who never recorded evidence and even now by some of them in trying their own ryots. Here is the gomasta of the Government, who will ask the name of the accused and ask some questions to him and to his witnesses and then sentence him to one year's rigorous imprisonment. The reason alleged for this summary method is that it saves time!

Proceed then to section 76. Here it is provided that "no formal charge need at any time be made against the accused person. * * * The Magistrate may convict the accused person of any offence he is competent to try, and which, from the facts proved, the accused person appears to have committed, *whatever may be the nature of the complaint or process.*" The italics of course are ours. Section 77 further says: "No defect in the complaint or process shall affect the validity of the proceedings, unless it appears that the accused person was actually misled." So all the legal safe-guards which protect the accused in every civilized country are taken away one by one. But as if the above sections are not sufficient section 98 provides. "No order passed by a Magistrate shall be reversed, or altered on appeal on account of any error of defect, either in the charge or in the proceedings on or before trial, or on account of the improper *admission* or *rejection* of any evidence. unless such error or defect has occasioned a failure of justice either by affecting the due conduct of the prosecution or by prejudicing the prisoner in his defence." Here then is a proviso, an "unless" but the rider to this section is absolute. It declares, "No irregularity in the proceedings up to trial is a sufficient ground for reversing any judgment, sentence or order made or passed in a trial properly held."

Section 85 provides that "in cases appealable the Magistrate shall record a brief statement of the resons for the conviction, together with the Substance of the evidence on which the conviction was had." Or in other words the Magistrate will proceed thus, and record his judgment in this way: "Adoo is convicted of theft and he is sentenced to rigorous imprisonment for two years. I convict him because Madhoo and Jadoo told me so." Here ends the business of the Magistrate. How speedily it is done, how it saves time enormously! How safely it is done too! Safely, because the Appellate Court will have no material before it to come to any conclusion whatever. There is only the Magistrate's belief and the *substance* of the evidence before it. It is impossible for the Appellate Court to know the reasons upon which the Magistrate founds his belief. The Magistrate founds his belief on the evidence, but the evidence is practically withheld from the Appellate Court. So though the measure provides for appeals it practically renders Appellate Court useless in giving relief.

But if the Appellate Court can not afford relief, it can enhance the punishment awarded by the Magistrates. This is an innovation utterly repugnant to civilized and human ideas of criminal justice. Indeed this practice obtains, to the best of our knowledge, nowhere in the civilized world. The Appellate Courts, in civilized countries, are for the confirmation, mitigation or reversion of the sentence of the Lower Courts, and nowhere for enhancement. But here Section 95 provides that the Appellate Court may after hearing the appeal if it see reason to do so, "*enhance* any punishment that has been awarded." But in cases of appeal, the Magistrates have new powers thrust upon them to fight for the upholding of their own judgment. Section 103 provides that the Appellate Court is bound to hear what the Magistrate may have to say setting forth the grounds of his decision and so forth. This is a new and additional work thrown upon the Magistrates. If the saving of time is the object of the bill, why this new and additional demand upon the time of the Magistrates? When a man is to be punished the Government, it appears, is in a hurry to inflict the punishment. If a man is to be released then there is no such hurry. The Magistrate must write elaborate reports and mention the facts which he omitted to do before.

Neither is there any safety for those who are acquitted. We believe it is the practice in all civilized countries that when a man is once acquitted of a charge by a competent court, he cannot be tried on that charge again. But the Government does not choose to give this liberty to the people of the Presidency Towns. Here it is proposed to try a man again who is acquitted. Section 88 is clear and explicit on the point. It declares: "The local Government may direct an appeal by the Public Prosecutor or other Officer, specially or generally appointed in this behalf, from a Magistrate's order of aquittal or of dismissal or of leave to withdraw operating as an acquittal, but in no other case shall there be an appeal from a judgment or order." As if this proviso leaves some cases in which there shall be no appeal! These provisos are extremely misleading. The above section thus provides for an appeal even in cases where the parties themselves may have come to an agreement with the sanction of the Magistrate. But we have not as yet finished this section. The Section continues, "No appeal shall be presented under this section after *six* months from the date of the order complained of." In the case of prisoners in the Jail, who have generally so very little opportunities of pre

ferring an appeal, the time fixed for appeal is two months; but the Government which has such an organized department under its control needs the period of six months to prefer an appeal! But the section has another provision. It declares, "The High Court may in any case so appealed direct a new trial by another Court, or may pass such order as may be warranted by law." The Magistrates are appointed by Government and the Government is therefore morally bound to abide by their decisions. The subject may urge the plea that so and so must not try his case for such and such reasons. He may have no confidence whatever in the integrity, judgment &c., of the trying officer. But what right has the Government to urge this plea? It cannot say that it has no confidence in such a Magistrate and therefore the case ought to be transferred to the hands of another Magistrate. If the Magistrate is really such a man upon whom no confidence can be placed the Government must take the consequences for appointing such a man, the subject must not suffer for the folly of the Government.

But this is not all. A man who is once acquitted is to be again hauled up and punished or again tried by another Magistrate. As if the accused is not to be let loose till a Magistrate is found ready to punish him He is to be first tried in one Magistrate's court and if it is found that the Magistrate does not choose to punish him, the case is to de transferred to another Magistrate's hands. We fear we tire our readers, but the danger that threatens us is so great, so appalling, that one desperate struggle must be made to avert it. People oppressed in the Maffasil fly to the metropolis for protection, but the metropolis is going to be more unsafe in this respect than the Maffasil. We every day feel how powerful the Calcutta Police are, how the life and liberties of the people are absolutely at their disposal, and after this, if the Magistrates are vested with dangerous powers, to do whatever they like with the people, we can only say, if the earthly providence of the people forsakes them, may God protect them! Calcutta is asleep, Calcutta does not know the dangerous weapon that hangs over it. It is not absolutely from stupidity that they view with unconcern the fetters that the Executive are preparing for the people, it is not from want of foresight, nor absolutely from apathy. But the innocent and peaceful people of India are naturally so very confiding that it is their nature to sleep in confidence. Supreme in innocence they do not care to watch the panther-like steps of the Executive. The question is, is it worthy of the generous British nation, the lord of the ocean, the greatest upon earth, to fall upon an unsuspecting people who are sleeping in its lap, under its protection, for the purpose of fettering them while asleep?

## SCRAPS AND COMMENTS.

A Bombay contemporary writes :—

Is Lord Northbrook to be the last of the Viceroys? It is highly probable, for if Lord Lytton is to represent the Empress of India he cannot be properly termed Vice-*roy*. Some new designation must be found for him. Mr. Rouher used to be called the Vice-Emperor by the *frondeurs* of the Second Empire, but it is hardly possible that Lord Lytton will be officially styled, Vice-Emperor. And still less Vice-Empress! Shall we turn to the history of the Roman Empire to find a fitting designation, and call the next Governor-General the Imperial Legate? The title Prefect of India would not be bad: it would recall to students the work of reorganization carried through by Diocletain when he made a Prefect of the East; if it convyeed no meaning whatever to the people of this country, ought that consideration to trouble us? Do they understand any of our titles? If we are to consider their views we might call His Excellency by the good old Indian title of Soubahdar; but Owen-Meredith would probably object to it. He might be called the Khedive of India. Doubtless, now that we have directed attention to the necessity of finding some fitting substitute for the title of Viceroy, which the Titles Bill renders obsolete, our readers will exercise a patriotic ingenuity in suggesting possible designations.

Happy the man who invents the new title of Her Majesty's representative in this country!

The following description, given by the *Rangoon Gazette*, of the manner in which elephants are put on board a ship there, may be interesting to our readers :—

It is a highly amusing scene to witness the way in which the elephants are taken into the river at Kymendine, from whence they are made to swim across to Dallah in small batches under the leadership of animals trained to the work. Although in a wild state the elephant readily takes to the water and swims across broad and rapids treams, he has in general a decided objection to doing so in domesticated state, and force, as well as persuasion, have to be used to get him to enter the river. The are two large and powerful tuskers belonging to the Commissariat Department, that have been trained to compel their unwilling brethren—if we may use that word in relation to these sagacious animals—into the river. The mode adopted by these two animals is to get between them the elephant about to swim across and march him down to the water's edge. If he demurs and wants to halt, they use a little pressure on either side to induce him to proceed, so as to throw a part of their weight on him, or give him a few gentle hits with their tusks or trunks. Just before reaching the water they stop, allowing their captive to move on. They then lock their trunks, as two men would join hands, and bodily shove the unwilling one from behind full into the water. He is then kept in his place by other trained elephants. When all is ready the whole batch swim across to Dallah, where they land, still under the watchful eyes of the trained animals. Then begins the work of shipping from the wharf by slings. This is the most difficult and dangerous part of the business, but the trained elephants manage to bring the frightened and unwilling animals to the end of the wharf, from whence they are lifted up in slings by powerful shears and placed on board. The cries of the animals in this state are heard of course by the other elephants, so it may well be supposed that they are in a fearful state of excitement and alarm when singled out from their follows and marched along the wharf. But all difficulty is easily surmounted by the sagacity and prefect self-command of the trained elephants. The mahout of the elephant to be shipped encourages his animal to move forward and no doubt the fact of his keeper being on his back is a sort of assurance that no harm is likely to happen. Having advanced far enough, he is then taken in charge by the two especially trained tuskers who helped him into the river at the Kymendine side. He is now to all intents and purposes a prisoner, and he knows it too. Between these two large animals he feels himself powerless. Should he attempt to step, they urge him on with their trunks, or by blows from their tusks; he cannot advance faster than his jailors, and each of them being far more powerful than himself, he is fixed as in a vice.

A Lecture on "Russian policy in the East fifty years ago," by Professor Solovieff, Rector of the University of Moscow, was read last month at a meeting of the St. Petersburg branch of the Slavonic Benevolent Society :—

In the year 1800, says the Professor, a memorandum was submitted to the Emperor Paul by Count Rostopchin, proposing a partition of Turkey between Russia, Austria, and France. According to this project, Russia was to have Roumelia, Bulgaria, and Moldavia; Austria, Bosnia, Servia, and Wallachia; and France, Egypt; while Greece and the islands of the Archipelago were to be formed into a republic, after the model of the Venetian islands, and placed under the protection of the partitioning Powers. The above plan was opposed by Count Kotochubey, who reported on the subject two years afterwards to the Emperor Alexander 1. The Count declared that he was not convinced of the necessity of a partition of Turkey. Russia did not require an extension of her frontiers; she should rather act in the spirit of Montesquieus's maxim that nothing is more profitable to the rich and strong than to have weak neighbours. This view was accepted by the Emperor; but, notwithstanding his pacific policy, Russia was forced into a war with Turkey "by the intrigues of the French Court." After the close of the war the Greek revolution, which was ascribed by Turkey to Russia influence broke out in 1821. England determined to take an active part in the liberation of the Greeks, and "as she could not prevent Russia from co-operating in this work, she strove at least to make Russian policy in Greece appear subbordinate to her own, so as to persuade the Greeks and all Europe that the liberation of Greece was the work of England, not of Russia." In 1826 "the Duke of Wellington suggested to the Emperor Nicholas that he would do well to accept the arbitration of England both in the Russo-Turkish and in the Greek question," but the Emperor answered by a decided refusal. "The political organization of Turkey was now so much weakened that a collapse seemed to be imminent. It was, therefore, necessary to provide for such a contingency, which would necessarily lead to all kinds of difficulties. 'Whether Turkey perishes from internal weakness or external violence,' said the Emperor to the Duke of Wellington, 'it is equally desirable not to wait for her decease to learn who is to be her successor. I am ready to come to an agreement with England on this point. 'The question would be more easily solved,' replied the Duke, 'if the Sultan had two Constantinoples to dispose of. I admit that Turkey is very ill; but her illness has now lasted more than 300 years." The result of this conference, concludes Professor Solovieff, was that Russia resumed her pacific policy towards Turkey. The peace negotiations between the Russian and Turkish plenipotentiaries were concluded at Akerman in September. 1826, and the relations between the two States again became of a most friendly character."

Says an English Paper on the native bankers :—

"We noticed sometime ago the fact that the title of Sett had been conferred by the Maharaja of Jodhpur on the well-known Calcutta bankers Sultan Chand Kuchba and Kabul Chand Kuchba. The history and present position of these millionaries not only affords a striking illlustration of the extensive ramifications and admirable organisation of banking business among the natives of this country, but shows how erroneous is the nation that the successful and wealthy native banker is peculiarly a product of British rule. It is, in fact, in the great Native States of Rajputana, which, in this, as in many other respects, still represent the *ancien regime*, that most of these great banking firms have their foundations; and if the British Government, by its laws and the peace it secures to the country, is indirectly a powerful patron of trade, in the honor in which it holds individual traders it is probably surpassed by the proud Rajput chiefs. The family, for instance, of which we are speaking, not only hold sanads, conferring extensive privileges or titular honours, from a number of Native Chiefs, in whose territories they play the part of the great Jewish bankers of Europe, but in several instances have been invested with khilats, some of them of a specially honorific character, while in one particular instance—at Gwaliar—their representative is preceded by a silver stick, carried by a darbar Chobdar, and in Jodhpur, Udaypur and elsewhere they are allowed seats in darber.

The history of Native banking, past and present, would form a curious and suggestive study to students both of history and political economy, and would throw a flood of light on the condition of India under its ancient sovereigns. The estimate in which it would show the banker to have been held in India from remote times, would, we suspect, present a remarkable contrast to their position in the middle ages in most European countries."

A letter from Jubulpore in the *Bombay Gazette* says :—

In my hasty letter about the Prince's reception, I failed so communicate the circumstances of an interesting interview he had with some of our ancient Thugs. You are aware of Jubbulpore being the head-quarters of this once famous body of criminals. Under the auspices and through the instrumentality of General Sleeman, in 1837, the School of Industry was established here, as an institution for providing the arrested Thugs with employment. Thus it came about that the Thugs formed quite a colony here, while the principal criminals remained incarcarted. Thuggism is now virtually a thing of the past, and of the men who were arrested and sentenced years ago only a few remain. Nine of these aged representatives of a class, whose designation once was a synonym for everything brutal and terrible, were brought to His Royal Highness for inspection; and for the Prince's gratification and information, the old men lived their needs of darkness over again by going through the various stages of a Thuggee outrage.

Thuggee murder is in sebstance garrotting, with this difference, that the Thug used to enact his deeds of blood and robbery as a part of his religious life, while the civilized garrotting has no such motives to fall back upon.

Any one visiting that interesting establishment, the Thuggee School of Industry at Jubbulpore, will find in the room, where the various fabrics are exhibited, photographs of the Thuggee process of murder. The victim in the photographs has the air of one who knows what is coming, but the pictures on the whole are interesting. The first representation shows the traveller walking unconcernedly or oblivious of impending danger; behind him is Thug No. I in a stooping posture advancing to seize the victim around the thighs and hurl him forward on his face; behind this man is Thug No. 2 with a piece of cord; he holds the cord between his hands, and walking erect is ready to cast it across the gullet of the unsuspecting traveller. Thug No. 3 is at the bank, passive in this stage.

The next picture shows the victim embraced from behind by the first Thug who has his arms around the poor man's thighs, and is evidently throwing him. The Thug with the piece of cord has advanced at this jungture, and is now engaged in strangling the traveller. The passive Thug now makes ready for action by advancing in a stooping position to seize the assaulted man's legs.

The last picture represents the last act of the tragedy. The victim is now on his face, the first and second actors in the assault are on his back, and the old sinner who did the least up to this moment has the struggling man by the legs.

There are about three hundred artizans in the school,—men, women, and children the offspring principally of the old Thugs now dying out. The school is noted for its tents, which are supposed to be the best in India, and, perhaps, in the world. The criminals work at carpets and other such fabrics. Like Nagpore and elsewhere, the institution produces fine cloths, &c. The iron work, carpentry, and dyeing operations incidental to the tent-making are undertaken by approvers, informers, &c. The workers have certain hours for work, and when the day's labour is over, the most of them go to their houses in the city, while a few of the chained individuals are housed in the Jubbulpore Jail. The school is now being administered by the Deputy Commissioner Major Ward.

On the nine aged representatives of Thuggism being brought before His Royal Highness, I hear they were presented with Rs. 5 each. It is said the Prince was not inclined to grant them entire liberty, as through their feeble state and inability to work, they might only starve if thrown upon the world. He therefore, suggested that they be given no work and have good food, &c., in their declining years. Kind, princely act no doubt, but what a contrast to the treatment bestowed upon the poor white loafer unable to subsist upon a pittance of a pension, after spending the flower of his life, perchance, in the defence of his Sovereign and his country."

We take the following items of scientific news from the *National Magazine* :—

"By dredgings in the profound depths of the sea, w[illegible] have been made acquainted with a new world and a stra[illegible] fauna. The turn has now come for studying the [illegible] of the sea. To alleviate the monotony of a tedio[illegible] voyage, travellers are recommended to provide th[illegible] with a microscope, and a few light fine linen dredges [illegible] float on the surface of the water by means of co[illegible] that the swiftness of the vessel will in no way interfer[illegible] their working. The water filters through the drag[illegible] the animalcules are retained and if hauled on board [illegible] time to time, and the contents emptied on a piece of w[illegible] linen, the miscroscope will reveal what was invisible t[illegible] nacked eye—multitudes of the strangest infusoria, w[illegible] study will prove more than an attractive pastime. P[illegible] as well as equatorial seas, are full of miscroscopic orga-nisms, sometimes so much so as to impart a greasy feel to the water, and often to stop the feel pipe of steam engines. The infusoria can be preserved in the sea water by adding a little carbolic acid. There are veritable banks of animalcules in the sea, and it is to them that is owing the phenomenon of phosphorescene; they secret a gelatinous matter which is the chief cause of the light; when the animalcules are irritated by nibbing against anything, the secretion becomes more abundant and the light more intense. Some preserved in a vase have emitted phosphorescence sufficient to light a small ship cabin. It is to the presence of alga, that the Red, Yellow &c. Seas, owe their names, Freycinet found in the neighbourhood of Tajo, these miscroscopic sea plants, of a scarlet red, so numerous, that 40,000 of them occupied a space, less than the thousandth part of a square inch."

"The new telescope at the Observatory is worthy of France. It can only be matched by the beautiful instrument of Melbourne. It cost from 200,000, or one third less than what Lord Rosse's, cost, while being more powerful at th[e] same time, for modern telescopes, like modern artillary, do not altogether depend upon greatness for efficency. With the new French telescope the moon could be observed at a distance of ninety miles, but not perfectly, for the retina of the eye demands, that every image depicted thereon, should completey cover its surface, and that surface is limited. The mirror of the Melbourne telescope is metallic, that of Paris is silvered glass. Herschel not only fabricated his own mirrors, but polished them; the latter work exacted not less than from ten to fourteen hours consecutive application, which he never quitted, receiving from the hands of his sister the food necssary to sustain such great fatigue. It is only a legend as to people being able to dance inside his telescope, but if telescopes are less colossal than formerly, they are still gigantic enough. It is a great error to imagine any person can see in these monster telescopes; in peeping through the eye piece, the curious would see nothing at all, and astronomers even have to undergo an apprenticeship to be able to use them. One may be fit to handle a revolver or a musket, but a "Woolwhich Infant" necessitates an eduction.

Professor Ultzmann of the University of Vienna announces, that by means of photography he has been able to discover the pustules of small pox twenty four hours before the eruption decidedly appear. Dr. Magitat has devoted much attention to necrosis, the disease that workmen employed in Lucifer match factories are liable to; it commences in the jaw bone invariably where there is a hollow tooth, the mortification spreading to the other bones with great rapidity, this rapidity being one of its peculiar features. Some workmen, remarks Dr. Magitat, can remain for years unaffected by the phosphoric vapors while some are attacked in the course of a few weeks. One has sound teeth, the other has not. He suggests that no person be employed in a match factory who has decayed teeth, as the remains of food ever found therein attact and retain phosphoric matter the bad tee teeth ought to be extracted and all work people examined by a dentist every six months.

The neck of Carlism is broken, and the civil war in Spain is virtually at an end :—

Don Carlos is forsaken even by the Pope, who has publicly admonished him that "he ought to" cease carrying on the war now that there is no probability of his being successful." By the end of last week Primo de Rivera had captured Estela, Campos had occupied the line of Bidassaa, Moriones, Loma, and Quesada had advanced upon the western border of Guipuzcoa. If the Carlists had still possessed sufficient strength and spirits, they might have rallied and

made a final onslaught on one of the advancing armies of the Government. This they did not do, and they were completely surrounded by the Alfonsist troops. The triumph of the King was completed by his entry into Tolosa, the second Carlists capital on Monday last, for the defence of which it might have been supposed the three Carlist armies would have made an attempt to unite. The French frontier, as well as the coast line, is in the hands of the Alfonsists. Nevertheless, it may still be possible for those who are acquainted with the mountain tracks and passes to make their way across the Pyrenees. Whether the two Carlist bodies, which are still said to be hovering about, will make any stand, remains to be seen. At the present moment the Carlist route is to all appearance complete, and the only military difficulty, which awaits the Madrid Government, is the reduction of the proud and rebillious provinces in which Don Carlos has no long found a stronghold, to discipline and submission."

We take the following from an English contemporary :—

The Americans, says a London correspondent—it would be a mere truism to say—are the most enterprisingly inventive people in the world. Their inventions, however, so far have been chiefly directed to small and ingenious ends tending to the economy of labour. The sewing machine, apple-paring and slicing machines, cucumber slicers, lawn mowers, brick moulders, sausage and wringing machines aliken attest the fertility of their mechanical resources and its general direction to domestic purposes. The adaptation of steam to printing in Hoe's press has been their most triumphant undertaking on a large scale. The application of steam to purposes of locomotion, the electric telegraph and the spinning Jenny, the most revolutionary of modern improvements, were English ; but the Americans have hit on a thousand or rather on tens of thousands of minute improvements in all the arts and appliances of every-day life, from needles to anchors, from Derringers to diving bells, which prove that their energy of research and ingenuity are pradtically boundless. Last week at Birmingham two new machines were exhibited, sent from America, which bid fair in popularity and utility to rival the sewing machine, and prove almost as great a boon and necessity. They are respectively engraving and printing machines. The first is simplicity itself, a stylus, which while used in writing a letter being in communication with a battery, punches each character in the paper or card as it is formed, thus making, a species of stencil plate, from which a thousand or ten thousand copies may be printed off. The other is a printing machine, which enables any person, no matter how unskilled to print not merely as fast, but faster than he can ordinarily write, without expense greater than that of writing, and indeed calculated to supersede caligraphy for all, even the most ordinary business and friendly communications on all occasions whatever. At the Iventor's *soiree*, at which these machines were shown, documents were read and printed by a comparatively unskilled operator at the rate of 60 to the minute, which is certainly quicker than persons write, and I have seen friendly letters sent from and business epistles apparently printed in pre- and where not more than one copy is required. ve think of what varieties of uses and purposes such vention may be employed on, we become breathless at implicity of the engine and its possible uses, and are y to be as much puzzled by its consequences as by the ing of Pandora's Box. Who knows? in 20 yers writing be all but an extinct are, and silence may he still further ured by people conversing in print. I am afraid I shall nable to give such an account of the machine itself and s construction as well prove the simplicity I vaunt, but if I fail, the fault is mine, not that of the machine.

The London correspondent of the *Times of India* sends this interesting letter :—

"A topic of gossip is the publication of a touching version of the romantic love story of the Princess Louise and Canon Duckworth. That gentleman, as you know, was private tutor to Prince Leopold. He was then a fascinating young man with dark eyes and hair, winning manners and a soft voice, a charming conversationlist, and an accomplished musician. The princess fell in love with him, so runs the story, and he returned her affection. But feeling himself to be in a false position, he wrote to the Queen, and with commendable delicacy and manliness told her the state of affairs, and requested that another tutor might at once be found for the Prince and Princess, So far as the tutor was concerned all was plain sailing, but the Princess was not so easily disposed of. She declared that she would either marry Mr. Duckworth or go into a convent. The question of a convent, we are told, was seriously considered, and the Queen went so far as to visit a convent at Cluer conducted on High Church Anglican principles. But a marriage was thought to be a better remedy, and so the Marquis of Lorne was induced to sacrifice himself on the alter of loyalty. He, too, however, was the victim of a hopeless passion, a Miss Bradhurst, a beautiful American girl whom he met at the Court of Berlin, having won his heart. And so this ferlorn couple, each of whom in the world of Mr. Augustus Moddle "was another's," were wedded, and the sacrifice to the Moloch of conventionality was complete. Miss Bradhurst has since followed the example of her noble lover and given her blighted affections into the keeping of a husband, but Canon Duckworth is still unwedded and will, perhaps, remain so until Royalty shows its full approbation of his manly and straightforward conduct by bestowing on him the lawn sleeves of a Bishop. The Princess Beatrice, by the way, on hearing of this matrimonial arrangement, is said to have been furious and to have exclaimed contemptuously. "There's no one left for me but Fred. Grant or a young man from Lewis and Allenby's." Such is the brief outline of the romantic story which has just been published under the title of "A Royal Romance." On reading it I was reminded of the true story of Bishop Sumner, who owed his advancement to his consenting to marry a charming governess with whom the heir of a certain noble house had fallen desperately in love, and thus relieving the Earl and Countess, who had more ambitious views for their son, from a very unpleasant dilemma.

The *Lucknow Times* has got a private letter from which he gathers the following fact :—

It is too ridiculous to see the cartoons and illustrations of the Prince's doings in India, now in full view in many of our shop windows. One picture represents His Royal Highness with a nautch girl on his knee and the interesting creature is having a quiet conversation in English (!) about England and India. Another shows the Prince in the Zenana of a Rajah talking to one of the "Begums" and the jealous Rajah is seen pointing a pistol at the Prince.

A letter in the *Madras Mail* says :—

"A large and influential meeting was recently held in the local Reading Room to decide what should be done with the fund subscribed to do honor to H. R. H. the Prince of Wales. The Prince did not visit Tanjore, so the large amount collected lay in the hands of the Secretaries. Some recommended that the subscriptions should be returned ; but this, on many accounts, was not only difficult, but would have been offencive to some persons. The Nagapatam and the Cambaconum Committees wished their subscriptions returned, to be expended upon local objects ; but this was impossible, as at the General meeting of all the District Committees, it was unanimously resolved that whatever balance of funds remained, should be spent "on one common object," to commemorate the prince's visit to India. In the common address presented to the prince, this resolution was repeated. After careful discussion, the following resolution was unanimously passed---"That no subscriptions be returned, and that as we have promised in the general meeting convened at Tanjore on the 27th November 1875, and repeated the promise in the address presented to His Royal Highness the Prince of Wales, to devote all the balance of funds to some common object for the commemoration of H. R. H.'s visit to this Presidency, we cannot honorably withdraw therefrom." It was next resolved to hand over to the Government, through the Collector, the entire balance, for investment in Government Promissory Notes, in order to endow a Medical College at Trivadi, a large and populous town, not far from Tanjore. This resolution appeared to give entire satisfaction to every one, and a Committee of native gentlemen, together with the Collector and Zillah Surgeon, were at once appointed to draw up a scheme, to be submitted to a general meeting, and to correspond with Government regarding the proposed College. There is a State building at Trivadi, commodious and large enough for the College, so that the real difficulty in the way to a new scheme of this kind, is at once got rid of. Trivadi is an excellent place for a Medical College, and in a sanitary point of view it has many advantages over even Tanjore."

A rather singular case of forgery has engaged the attention of the Sind Cantonment Magistrate lately. The local News says :—

It appears a young woman, named Hooree, the wife of a Belooch, has for some months past been giving her husband no end of trouble and annoyance, by running away from him and living with her paramours. Disgusted with her conduct the Belooch, at the advice of some of his friends, consented sometime last month to pass her a deed of divorce in consideration of a certain sum of money. Hooree, delighted at the idea of getting rid of her "old man" for good, raised the wind, and paid him, it is said, about Rs. 80, and obtained a deed of divorce. Shortly afterwards she appeared before the Cantonment Magistrate and applied for a licence to join the ranks of the nymphs of the *pave*. She produced the deed of divorce before the Magistrate, to show that she was her own mistress, and obtained the necessary licence. Her quondam husband's friends hearing of this, thought it a capital opportunity to bleed Hooree's paramours, and so put up the old Belooch to go to the Magistrate and denounce the deed of divorce as a forgery. Some sharpers then got round him and made him file an information against Hooree and five men with whom she used to go about, to the effect that she, Hooree, had got a deed of divorce forged, and that the others were abettors of the offence. Before the case however was heard, the parties who had instigated the belooch to file the information, contrived to waylay Hooree, and extort the deed from her, fearing, we suppose, that the charge preferred by the Belooch would break down if the document were produced in Court and found to be genuine. At the trial Hooree, on being examined, declared that the deed had been stolen from her, and that she had reported the circumstance to the police ; that it was genuine document, having been executed by her husband in the presence of witnesses ; and that the writer of the deed was present in Court. To the astonishment of everybody, however, the party who she alleged had drawn up the deed appeared as a witness for the prosecution, and, on being examined, emphatically denied having ever written anything for her or her husband. The party who Hooree said was the attesting witness, also gave evidence for the prosecution and turned upon the accused by declaring that on one occasion some of the accused called upon him to concoct a deed of divorce, but that he declined to have anything to do with them. Judgment in the case will be delivered this day.

The *Madras Mail* passes this opinion upon Lord Northbrook :—

He has proved himself to be in many matters so unstatesmanlike and thin-skinned, so petty and narrow, so cold and *noli-me-tangere*, that we can almost believe him capable of wishing to curtail the liberty of the Press of India. But we cannot suppose he would dare to advise so retrograde a step ; and we have too much respect for Lord Salisbury and the Conservatives generally, to imagine that they would venture to pave the way for unlimited despotism in India. Still, what the London correspondent of the *Bombay Gazette* writing on the 11th ultimo, says is worthy of notice. * * * The *Bombay Gazette* points out that "it is practically impossible for the Indian Government to put a stop to damaging criticisms on its conduct." The Indian Press will not easily forget Lord Northbrook's supererogatory warning to officials last year about writing for the papers. Incapable himself of clothing his thoughts in attractive language ; designed by nature for the head-clerkship of a bank, rather than for a Viceroyalty ; he has never been cordial to the Press ; and he stooped last year— the readers of the *Madras Mail* will remember to express regret that this journal had not been visited with punishment for doing its duty in indicating an error of judgment by the Telegraph Department, which that Department, blustered over, but eventually admitted. In Lord Lytton---a newspaper and magazine writer from his youth upwards the Press of the country is likely to find a past master of the craft worthy of its confidence. The "Owen Meredith," of former days, is little likely to accept Northbrookian views of the iniquity of officials and others discussing public topics in the public Press.

Regarding the Queen's new title, Mr. Lowe spoke as follows :—

Besides the strictly legal interpretation of Emperor' there is a popular interpretation put upon it to the effect that an Emperor is a person who has gained his power by the sword, and who holds it by the sword, and in comparison with whose will laws are of little account. Now, would it be wise of us in dealing with the people of a country like Hindostan to make a marked distinction between the title we give to the Queen as our Sovereign and as theirs ? Why, it would be putting it into their heads that we had won their country by the sword and kept it by the sword. (Derisive cheers.) There may be a great deal of truth in that (hear, hear), but is not it a thing which had better not be put prominently before them ? The Emperors of Hindostan were Mahomedan conquerors. Would it be wise or prudent in us to confound in name our wise and beneficient government with that of the rulers who preceded us ? Would it not be much better for us to teach the Natives of India that those men reigned for their own pleasure and gratification, the welfare of their people being a secondary consideration and that our object, on the contrary, is simply to do as much good to the people under our Government as possible, and to spend their money, not in luxury, debauchery, and show, but in promoting their interests materially and morally ?"

A Correspondent of the *Friend of India* makes the following interesting disclosures :—

"Having in fomer times served in the Punjab, I have some slight acquaintance with a few of the jobs that were accomplished in that remote province in favour of military men and uncovenanted Civilians. I still keep up my acquaintance with the Punjab by means of correspondence with old friends. Here are some of the jobs with which I have been made acquainted. I begin at the beginning—

| Name and Appointment. | Probable cause. |
|---|---|
| 1. Col. Richard Lawrence made Deputy Commissioner of Simla direct from the Army. | A brother of Sir John Lawrence. |
| 2. Capt. Forbes, Inspector of schools and afterwards Superintendent of the State of Chamba. | His wife was a relative of Sir John Lawrence. |
| 3. Mr. Peacock, made Assistant Commissioner in the Punjab without having passed any qualifying examination. | Son of Sir Barnes Peacock. C. Justice of Bengal ; Judicial talent was believed hereditary. |
| 4. Col. Cox, late Commissioner in the Punjab, lost his appointment by overstaying his leave, but was reinstated. | Was a popular man, played croquet well. |
| 5. Col, Blair Read, of Chamba lost his Deputy Commissionership by overstaying his leave, was made Superintendent of Chamba, and now draws Rs. 2,000 a month. | Consolation for a domestic bereavement. |
| 6. Capt Grey, lost his district by defying the Chief Court, acted for some time as Cantonment Magistrate of Barrackpore, and returned to the Punjab to act as Deputy Commissioner. | A near relation of Sir W. Grey, late Lieutenant Governor of Bengal. |
| 7. Capt M caulay acting as Deputy Commissioner after two years or so in civil employ. | A nephew of the late Lady Trevelyan. |
| 8. Capt, Roberts, a junior A. C. acting as Deputy Commissioner for a year *vice* Capt Macaulay on furlough. | Son of the late Mr. Roberts, Financial Commissioner of the Punjab. |
| 9. Mr Cunningham, pleader, appointed to compile the *punjab Gazetteer* at a time when the province was crammed with junior civilians. | Either a brother or nephew of Mr. Cunningham, Barrister of Madras, who had interest with the Government. |
| 10. Capt Beckett of the 2nd Sikhs, appointed Assistant Political Agent of Bahawurpole. | Related by marriage to the Political Agent. |
| 11. Capt Burne lately acting for him for two years. | A. D. C. of Sir Henry Davies and brother of Col. Burne, late Lord Mayo's Militry Secretary. |
| 12. Mr. R. Bruce, ( uncovenanted ) a junior Assistant Commissioner in charge of the State of Mandi" | Had missionary interest. |

The debate in the House of Commons on the Suez Canal purchase is over. The *Home News* says on the subject :—

The result had been throughout a foregone conclusion, and the whole of the wordy war has, therefore, had about it an air of unreality. As might have been expected, no reason was adduced on Monday last why the debate should not have been concluded on the Monday previous. Mr. Lowe made a speech incredibly unwise in its argument and petty in its one—a speech, as Mr. Roebuck remarked, unworthy of a statesman, and only worthy of an Old Bailey barrister—the gist of which was to show that we might have purchased the Khedive's interest more cheaply than we did. He even had the extraordinary taste and tact to remind the House that he had himself saved the country £5,000 in paying the Alabama claims. On the whole the nation will think that the £30,000 lost in the Canal purchase represents a truer economy than the £5,000 which Mr. Lowe contrived to keep in their pockets. Mr. Gladstone's speech was less captions and trivial, but was still absolutely without effect. His chief contentious were that we had paid too much, that the money should have been raised through the Bank of England, that the proceeding of the Government had given rise to much speculation on the Stock Exchange, and that we were without any proof that we had obtained a proportionate influence in the management of the Canal."

The Dailies publish the following telegrams :—

LONDON, MARCH 15.

Last night in the House of Commons Lord Halifax complained that the Marquis of Salisbury in his despatch to the Viceroy on the 11th November 1875, concerning the late Indian Tariff Legislation had departed from the principle of governing India as far as possible in India, and he maintained that it was expedient to increase rather than diminish the influence of the Viceroy and Viceregal Council. Lord Salisbury in defending his conduct said he had only desired that the Indian Government should acquaint him before taking legislative decision, so that after an interchange of views Indian interests might be represented whilst imperial considerations should be borne in mind. The Duke of Argyll, Lord Lawrence, Earls Grey and Granville blamed the Marquis of Salisbury. The Duke of Richmond and Gordon and Earl Carnarvon spoke in his defence.

In the House of Commons in replying to Sir William Harcourt, Mr. Disraeli said the Titles Bill had not been previously submitted to the Viceroy, because it did not affect the status of the people or the rights of Native Princes. The Marquis of Hartington gave notice that he would move that though he was willing to consider the adoption of an additional title, it is inexpedient so impair the Royal dignity by assuming the title of Empress. The question is exciting warm discussion.

## ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

| | Rs. | As. | P. |
|---|---|---|---|
| C. V. Venkatasiah Esq., Coimbatore ... ... | 5 | 0 | 0 |
| M. C. Entee Esq., Surat ... ... ... | 5 | 0 | 0 |
| M. Venkatasamy Naidu Esq., Carvor Coimbatore | 5 | 0 | 0 |
| G. B. Dante Esq., Sholapur ... ... ... | 5 | 0 | 0 |
| B. K. Senjit Esq., Bombay ... ... ... | 5 | 0 | 0 |
| K. Varaha Charry Esq., Chedambhun ... ... | 0 | 7 | 0 |
| P. Arunachalan Esq., Colambo, Ceylon ... ... | 10 | 0 | 0 |
| Secry. N. G. Library, Nagpur ... ... ... | 5 | 0 | 0 |
| Editor Dambha haraka, Bombay ... ... | 5 | 0 | 0 |
| Madeo Narayan Esq., Bombay ... ... ... | 5 | 0 | 0 |
| Gopal Sheoram Esq., Bombay ... ... ... | 5 | 0 | 0 |
| Bhicaji Amrit Esq., Bombay ... ... ... | 5 | 0 | 0 |
| Secry., N. G. Libsary Hydrabad, Deccan ... ... | 2 | 8 | 0 |

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatteree's Lane, Baybazar, Calcutta.*

বিবাদ হয় এই নিমিত্ত থানা হইতে এক দল পোলিস কনেষ্টেবেল ও পাহারাওয়ালা উপস্থিত হইয়া শরত বাবু ও তাহার আত্মীয় স্বজনকে যতপরনাস্তি অপমান ও প্রহার করে এবং শরৎ বাবুকে প্রহার করিতেং পোলিস কনেষ্টবেলরা থানায় ধরিয়া লইয়া যায়। মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মকর্দ্দমা উপস্থিত হয় এবং মাজিষ্ট্রেট শরতের দুই জন আত্মীয়ের জরিমানা করেন। এই মকর্দ্দমা লইয়া কলিকাতায় ভারি গোলযোগ উপস্থিত হয়। আমরা শুনিলাম সার রিচার্ড টেম্পেল এই মকর্দ্দমার কাগজ পত্র তলব করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সার রিচার্ড অবগত আছেন যে পোলিস এদেশে কিরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে। তিনি স্বয়ং এ বিষয় গত বৎসরের রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং আমরা ভরসা করিতেছি যে তিনি এই মকর্দ্দমা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবেন। পোলিসের অত্যাচারে ইংরাজ রাজ্যের প্রজারা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। সার রিচার্ড যদি শাসন দ্বারা ইহাদিগকে কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণ করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি এদেশবাসীকে চির কালের তরে কিনিয়া রাখিবেন।

---

আগামী শনিবারে ইণ্ডিয়ান লীগ আর একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিতেছেন। বেলা চারিটার সময় বিডন ষ্টীটস্থিত প্যাবিলিয়নে এই সভার অধিবেশন হইবে। যে কঠোর ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন দ্বারা ভারতবর্ষবাসীরা কম্পিত কলেবর হইয়াছেন, যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ষ্টিফেন সাহেব ইংরাজ জাতিকে চির কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন এবং আমাদের সকল মঙ্গলের পথ কণ্টকীর্ণ করেন, সেই রূপ কঠোর আইন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ভীষণাকারে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় তাহার একটি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছে। ষ্টিফেন সাহেব সমুদয় ভারতবর্ষবাসীকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন, তথাচ তিনি কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এই তিনটি নগর রাখিয়া যান। আমরা এই কয়েকটি স্থানে উপস্থিত হইলে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিতাম, এবার সেই তিনটি স্থানে এই ভয়ংঙ্কর আইন প্রচলিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে কলিকাতাবাসীরা অস্থির হইবেন। এখন পোলিসের ঘোর শাসন দ্বারা ইহারা এক রূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে পোলিসের অত্যাচার শত গুণে বৃদ্ধি হইবে। মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা অসংখ্য গুণে বৃদ্ধি হইবে। মাজিষ্ট্রেটরা ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে ওয়ারেণ্ট করিয়া রাজ দ্বারে উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং এক বৎসর মিয়াদ ও পাঁচ শত টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন। ইহার আপিল হইবে না। মাজিষ্ট্রেটগণ সমুদায় মকর্দ্দমার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিবেন না, আবার আসামীকে কি অপরাধে এই গুরুতর দণ্ড দিলেন তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন না। কোন আসামী যদি প্রমাণ সাক্ষ্য প্রভৃতি দ্বারা কোন ফৌজদারি মকর্দ্দমা হইতে নিস্কৃত পান তবে গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন। আপীলে জজেরা মিয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। আইনে আরো ভয়ানক বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এ আইনের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটেরা পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট ডিকিন্‌স ও মারসডেন সাহেব এই আইনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। লীগ এই আইনের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত কলিকাতাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে প্রায় আফ্রিকার দাসদিগের ন্যায় আমাদের দুর্গতি হইবে। যাহারা এই অবস্থাকে ঘৃণা করেন, যাহারা পোলিসের অত্যাচার দেখিয়া ম্রিয়মান হন, তাহারা লীগের অনুষ্ঠিত কার্য্যে প্রাণপণে যোগ দিবেন।

রত্নসার। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি দীর্ঘকাল অবধি নানা বিদ্যালয়ে পঠিত হইতেছে, সুতরাং ইহার দোষ গুণ বিষয়ে আমরা নূতন আর কি লিখিব। তবে আমাদের বিশ্বাস যে এ পুস্তক খানি অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। ইহার সন্নিবেশিত বিষয় গুলি যদিও সুকারমতি বালকদিগের পক্ষে কিছু কঠিন তথাচ প্রবন্ধ গুলি এই রূপ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে শিক্ষকেরা অনায়াসে ইহা যে কোন বালককে বুঝাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে কতক গুলি পদ্যও আছে। পদ্য গুলি অতিশয় সুললিত। আমরা জানি এক দিন এপুস্তক খানি বিদ্যালয় মাত্রে সমাদৃত হইয়া ছিল। বোধ হয় এখনও ইহার আদরের হ্রাস হয় নাই।

---

গত শনিবারে একটার সময় বাবু হীরালাল শীল মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার মৃত্যুতে কলিকাতাবাসী মাত্রে শোকাকুল হইয়াছেন। হীরালাল বাবুর প্রচুর অর্থ ছিল, তিনি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ছিলেন। অথচ তিনি কখন গবর্ণমেণ্টের প্রসাদের নিমিত্ত লালায়িত হন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে এত দিন রাজা মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে যাহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের কাহারও অপেক্ষা তিনি মান সম্ভ্রম ও মর্য্যাদায় ন্যূন নহেন।

---

অশ্লীল পুস্তক অভিনয় করিয়াছেন এই অপরাধে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট বাবু উপেন্দ্র নাথ দাস ও বাবু অমৃত লাল বসুকে এক মাসের কারাবাসের আজ্ঞা দেন। তাঁহারা হাইকোর্টে আপিল করেন। জষ্টীশ মার্কবি ও ফেয়ার সাহেব এই মকর্দ্দমার পুনর্ব্বিচার করেন। বিচারে উপেন্দ্র বাবু ও অমৃত বাবু নিষ্কৃত পাইয়াছেন।

---

আমরা সাধরণী হইতে নিম্নোক্ত বিষয়টি গ্রহণ করিলামঃ শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বড়ুয়া সি, এস কে দশ জনে বড় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। যে রূপ ভাব গতি, হয় ত তাঁহাকে সত্বরেই পদ ত্যাগ করিতে হয়। দিনাজপুরে আসিবার পুর্ব্বে মেঃ বড়ুয়া মৈমনসিংহে ছিলেন। সেখানে কতক গুলা চিঠি লেখালেখি হইয়া তিনি দিনাজপুরে বদলি হইয়া আসেন। গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় মজিষ্ট্রেট এবং কমিশনরকে মেঃ বড়ুয়ার কার্য্য সম্বন্ধে ছয় মাসান্তে রিপোর্ট করিতে লেখেন। বড়ুয়া বাবু এখানে আসিলে কিছু পরেই এক জন পুলিশ-কথিত বদমায়েসকে কুকার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহের জামিন লওয়া উচিত নয়, বিবেচনায় ছাড়িয়া দেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহার সন্ধান রাখেন, এবং বড়ুয়া বাবুকে সেই মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচার করিতে বলেন। মেঃ বড়ুয়া দেখাইয়া দেন যে, এ রূপ আদেশ দিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের নাই। তাহাতে মাজিষ্ট্রেট বলেন, যে বড়ুয়া বাবু অবশ্য অবাধ্য এবং ঐ মোকদ্দমা তাঁহাকে পুনর্ব্বিচার করিতেই হইবে। বড়ুয়া উত্তর দিলেন সরকার বাহাদুরের তিরস্কার বা সিবিল সর্ব্বিশের পুরস্কার তাঁহাকে বিবেক বিক্রয় করাইতে পারিবে ন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উত্তর দিলেন না।

কিছু দিন পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মফস্বলে যাইবার উদ্যোগ করেন। তিনি যাইবার পুর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে, মেঃ বড়ুয়াকে জেলার ভার না দিয়া তাহার জুনিয়ার এক জন ইংরাজকে সাহেব ভারার্পণ করিবেন। মেঃ বড়ুয়া কিছু অধৈর্য্য। সাহেব এ সম্বন্ধে পাকাপাকি কিছু না করিতেই সাহেবকে এক পত্র লেখেন যে, আমি শুনিলাম আপনি অমুককে চার্জ দিবেন, ইহা অন্যায় ও অনিয়ম। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে নরম গরম উত্তর দিলেন; বলিলেন, যে বড়ুয়ার এ রূপ চিঠি লেখা অন্যায়—এবং কার্য্য ভার কাহাকেও না দিয়া আমি নিজ হস্তে রাখিব, তবে বড়ুয়া এই এই কার্য্য করিবেন, আর সাহেব এই এই কাজ করিবেন। মেঃ বড়ুয়া কিছু অপ্রস্তুত হইলেন।

কিছু দিন পরে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোল্লিখিত আদেশ মত রিপোর্ট লিখিলেন যে বড়ুয়া বড় অবাধ্য ও উদ্ধত-অত্যন্ত কড়া চিঠী লিখেন, বড় ব্যস্তবাগীশ। কিন্তু ক্রমে শেখরাইতেছেন। সেই রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাঠাইবার পুর্ব্বেই বড়ুয়া জানিতে পারেন। তখন মেঃ বড়ুয়া সাহেবকে অনুরোধ করিলেন যে, এই সঙ্গে সমস্ত চিঠি পত্র যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই চিঠির উপর লিখিলেন, যে, এত কাগজ পত্র পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মেঃ বড়ুয়াকে বিভিন্ন পত্রে উত্তর দিলেন না। মেঃ বড়ুয়া তখন কুক্ষণে খোদ লেপটেনেণ্ট গবর্ণরের কাছে সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার সে পত্র ফেরৎ আসিয়াছে। সরকার হইতে বড়ুয়া বাবু তিরস্কৃত হইয়াছেন। সেক্রেটরি বলিয়াছেন যে সরকারকে এ রূপে পত্র লেখা বড়ুয়ার অত্যন্ত অপরাধ। বড়ুয়ার পদোন্নতি চির দিনের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে। তাহার পর বড়ুয়া বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া ছুটির প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। উত্তর আসিতে বিলম্ব হওয়াতে মাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার ছুটির কি হুকুম হইল, জানিবার জন্য তিনি কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করেন, তিনি (বড়ুয়া) তাহার খরচ দিবেন। এই অনুরোধ সম্বলিত পত্র খানি কাছারীর কেরাণীর দ্বারা লেখান হইয়াছিল, সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে, ছুটির জন্য কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিবার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু বড়ুয়ার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন যে, ছুটি চাওয়া যখন নিজের কর্ম্ম, তখন সে কর্ম্মের জন্য আফিসের কেরাণীকে কেন খাটান হইয়াছে?


বিজ্ঞাপন।

BENGAL HOMŒOPATHIC PHARMACY.

1, Upper Circular Road, Calcutta,
(Opp. E. B. & S. E. Railway Stations.)
L. V. MITRA & CO.,
HOMŒOPATHIC CHEMISTS AND PRACTITIONERS

Have in stock all the assortments of pure Homœopathic Medicines &c., and undertake to treat cases declared incurable by the other schools of Physicians, both in the Town and Muffasal.


## সংবাদ

—যুবরাজ যখন এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যান তখন এক জন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া কি জ্ঞান লইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বলেন যে, আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে লোকে ভাবিবে যে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্ব বিদ্যায় বিসারদ হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্ব বিদ্যায় বিসারদ হউন আর না হউন তিনি এটী জানিয়া গেলেন যে, ইলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ শাসন করা অসাধ্য।

—মার্চ্চ মাসের ২৫শে নাগাদ আমাদের নূতন গবর্ণর সুয়েজে পৌঁছিবেন, সুতরাং খুব সম্ভবতঃ তিনি ৭ই এপ্রেল বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইবেন।

—ইণ্ডিয়ান পাবলিক অপিনিয়ান বলেন যে, হগ সাহেব বিলাতে গেলে মার্কহাম সাহেব তাঁহার স্থানে পোষ্টাফিসের ডেঃ ডাইরেক্টর জেনারেল এবং ডগলাস সাহেব কম্পাইলার হইবেন। ডিলন সাহেবকে অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে।

—বোম্বে গেজেট বলেন যে, পঞ্জাব হইতে তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে, কোন মহারাজা পশুর ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ সুরাপানে দিবা রাত্রি উন্মত্ত থাকেন না, তাঁহার কয়েক জন কুটুম্বকে হত্যা করিয়া আপনার হস্ত কলুষিত করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন যে, এই মহারাজ সম্প্রতি অনেক গুলি সৎ কার্য্য করেন। এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার চরিত্র অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক নন। বোম্বাই গেজেট-এ দেশীয় রাজাদিগের চির শত্রু, সুতরাং তাহার কথা কত দূর সত্য তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে।

—শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিলাতে বার কোটী টাকা ধার করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আজ কাল গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি এই যে, খরচ কর, ট্যাক্স বাড়াও, আর ধার কর।

—সকলেই অবগত আছেন যে, গত দুর্ভিক্ষে ভয়ানক অর্থের শ্রাদ্ধ হয়। এক জন প্রধান ইংরেজ এই সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক লিখিয়াছেন এবং উহার নাম ব্লাক প্যাম্ফেলেট দিয়াছেন। এই পুস্তক খানি প্রকাশিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অনেকের যে ভ্রম ছিল তাহা গিয়াছে। ইহা পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, গবর্ণমেণ্টের বহ্বাড়ম্বরে এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি ইংলণ্ডেও এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইংরেজদের মধ্যেও অনেকের ইহা পাঠ করিয়া চৈতন্য হইয়াছে। সম্ভবতঃ পারলিয়ামেণ্টে দুর্ভিক্ষ লইয়া মহা তর্ক বিতর্ক হইবে।

—প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার একটী বৃহৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাইবেল ও চিনদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যতীত পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম শাস্ত্র আছে তিনি তাহা সমুদায় টিকা সমেত প্রকাশ করিতেছেন। ডাক্তার লেগ, যাহার অকস্‌ফোর্ড কলেজে চিন অধ্যাপক হওয়ার কথা হইতেছে, তিনি চিনদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র সংক্রান্ত এক খানি পুস্তক লিখিবেন।

—এই রূপ জনরব উঠে যে, যুবরাজ এ দেশীয় রাজাদিগের নিকট দেড় কোটি টাকা উপঢৌকন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কয়েক খানি বিলাতি কাগজ ইহা অস্বীকার করিতেছেন। তাহারা বলিতেছেন যে, যুবরাজ এত উপঢৌকন প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাহাদের এ কথা বিশ্বাস করা যায় না, কারণ কাশ্মিরের রাজা, জয়পুরের রাজা, সিন্ধিয়া, হুলকার প্রভৃতি যে সমুদায় উপঢৌকন দিয়াছেন তাহারই মূল্য প্রায় কোটি টাকা। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র২ রাজাগণও অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তিও তাঁহাকে বিবিধ উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন। যুবরাজের উপঢৌকন লইয়া ঘোর অখ্যাতি হইয়াছে, অনেকের বিশ্বাস যে, তাঁহার অত্যন্ত টাকার টানাটানি হয় ও সেই নিমিত্ত তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। শুনা যাইতেছে পারলিয়ামেণ্টে এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইবে এবং যুবরাজ সর্ব্ব সাকুল্যে কত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইবে।

—পিরাক যুদ্ধের নিমিত্ত যে সৈন্য প্রেরিত হয় তাহাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং তাহারা এক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বার্চ সাহেবের হত্যাকারিদের মধ্যে তিন জন ধরা পড়িয়াছে। ইহাদের এক জনের নাম সিপুটাম। ইহার মস্তকের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ছয় হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দেন। বার্চ সাহেবকে নয় জন মনুষ্যে হত্যা করে। কতক গুলি মালয়বাসী ইংরেজদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সিপুটাম ও অন্য তিন জন হত্যাকারীকে ধরিয়া দিয়াছে।

—ডেলি নিউসে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—ঢাকা জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে সেখ মজাম হোসেন নামক এক জন মুসলমান বাস করে। ইহার স্ত্রী ত্রিশ মাস গর্ভবতী থাকিয়া গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী একটী সন্তান প্রসব করে। সচরাচর যেরূপ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা এই সন্তানটী দ্বিগুণ বৃহৎ এবং ইহার চারিটি দাঁত। ইহা আজিও জীবিত আছে। ডেলি নিউসের পত্র প্রেরক বলেন যে, এ ঘটনার পর কে অবিশ্বাস করিবে যে, রাবণের দশ মস্তক ও কুড়ি হস্ত ছিল এবং মহীরাবণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাহার শত্রু বধ করিয়া ছিলেন?

—মান্দ্রাজে পালী নামক এক প্রকার জাতি আছে। ইহারা অতি ইতর শ্রেণীর লোক এবং স্ত্রী বন্ধক প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কাদাপা সেসন্স কোর্টে এই সংক্রান্ত একটি মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তাহার শাশুড়ীর নিকট কয়েকটি টাকার নিমিত্ত বন্ধক রাখে। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে জামাই টাকা দিতে পারে না, সুতরাং শাশুড়ী তাহার মেয়েকে পুনরায় বিবাহ দেন। প্রথম স্বামী তাহার স্ত্রীর নামে ইহাই বলিয়া নালিশ করে যে, স্বামী বর্ত্তমানে তাহার স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিয়াছে। তাহার শাশুড়ী ও আর এক ব্যক্তি এই পুনঃ বিবাহে সহায়তা করে, এই নিমিত্ত তাহাদিগ.কও আসামী করা হয় বিচারপতি বলেন যে, যদিও স্ত্রী বন্ধক রীতি অতি জঘন্য কিন্তু যখন উহা পালিদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে তখন আসামীদিগ.ক কতকটা মাপ করা যাইতে পারে, অতএব তিনি তাহাদিগকে যৎ কিঞ্চিৎ মাত্র শাস্তি দিবেন। এই রূপ প্রকাশ করিয়া তিনি আদেশ দেন যে, প্রত্যেক আসামী বিনা পরিশ্রমে এক মাস কারাবাস করিবে।

—লারমিন সাহেব ত্রিপুরা পাহাড়ে ১৪টি বন্য হস্তি ধরিয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় এবার এক শতের অধিক হস্তি ধরা পড়িয়াছে।

—ইষ্ট পত্রিকা বলেন যে, ত্রিপুরা মহারাজার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার ত্রিপুরা সিবিল কোর্টে চুক্তি ভঙ্গ ও অন্যায় রূপে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত হওয়ার দাবি দিয়া মহারাজের নামে বিস্তর টাকার নালিশ করিয়াছেন।

—শুনা যাইতেছে যে, হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল থোয়েট সাহেব সত্বর বিলাত গমন করিবেন। ইহার শরীর অপটু হইয়া পড়িয়াছে।

—ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ান বলেন যে, লাহোরের আর হাওয়া ক্রমেই খারাপ হইতেছে। এখানে ভয়ানক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

—যুবরাজ বোম্বাই পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ডিউক অব এডিনবরা ও ডিউক অব কর্ণ টকে টেলগ্রাফ করেন যে, তাঁহারা যেন লিসবনে উপস্থিত থাকেন, কারণ সেখানে তিনি এক মাস পরে উপস্থিত হইবেন।

—ইউরোপীয়েরা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা অধিকার করিয়া বসিলেন। রেবারেণ্ড আইজাক টেলর ইউট্রাসকান ভাষা সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ লিখিতেছেন। বোধ হয় অনেকে এই ভাষার নাম পর্য্যন্তও কখন শুনেন নাই।

—লেপ্‌টনাণ্ট ফেলিক্স জোনস্ পশ্চিম আসিয়ার এক খানি অপূর্ব্ব মান চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উহা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিবেন।

—হিন্দি ভাষায় সত্বর শকুন্তলা প্রকাশিত হইবে। দুঃখের বিষয় এক জন সাহেব উহা প্রকাশ করিতেছেন। হিন্দু স্থানীদের পক্ষে ইহা কম লজ্জার বিষয় নহে।

—কলিকাতায় ক্রমশঃ জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। দুঃখের বিষয়, এ দেশীয়দের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই ইহাতে সংস্রব আছে। গত বৎসর উনিশটী নূতন কোম্পানি সৃষ্টি হয়। ইহাদের মূল ধনের সমষ্টি ৫৭ লক্ষ টাকা। ইহাদিগের অধিকাংশই চার ব্যবসা করিবেন। গত বৎসর নয়টি কোম্পানি তাহাদের কারবার বন্ধ করেন, ইহাদের মূল ধনের সমষ্টি ২৫ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে চা কোম্পানির ৮৫ হাজার টাকা মাত্র। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, চার ব্যবসায়ে আজ কাল প্রায় ক্ষতি হয় না। এতদ্ভিন্ন তিনটি কম্পানি একেবারে উঠিয়া যায়, যথা, বর্দ্ধমান ষ্টোন কম্পানি, ওয়েষ্টার্ণ কফি কম্পানি; এবং ন্যাসনাল থিয়েটার কম্পানি।

—পেনাঙ্গ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, দাতু সাগর নামক বার্চ সাহেবের অন্যতর হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। ইহাকে যে ব্যক্তি ধরিতে পারিবে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ছয় হাজার টাকা পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন।

—বড় জাগুলিয়া হইতে কোন ভদ্র লোক লিখিয়াছেন:—মহাশয় গত ২২এ ফালগুণ রাত্রে বড় জাগুলি থানার অধীন সুবর্ণপুর গ্রামের শ্রীরাজ কুমার পোদ্দারের বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। শুনিতেছি নগত ও গহনা আদিতে প্রায় পোনর ষোল হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া গিয়াছে। বড় জাগুলি থানার হেড কনষ্টেবল এবং রানাঘাটের ইনস্পেক্টর প্রভৃতি তদারকে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। রানাঘাটের সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশ চন্দ্র সরকারকে এই তদারকে ব্রতী করিলে অনেক অনুসন্ধান হওনের সম্ভব কেননা উক্ত সব ইনস্পেক্টর বাবু বড় জাগুলি থানায় অনেক দিন ছিলেন এবং লোকটীও বিশেষ কর্ম্মক্ষম ও সুচতুর। তদারকের ফল যাহ হয় পরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

—বেহার হেরালড পরামর্শ দিয়াছেন যে, পুলিশের সহিত লোকের যত কম সংস্রব হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। তিনি একটী ঘটনা দ্বারা তাহার কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকা বলেন, কিছু দিন হইল পাটনায় একটী সম্ভ্রান্ত যুবক আগমন করেন। ইনি পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন আশয়ে ষ্টেসনে গমন করেন। সেখানে আর এক জন বাঙ্গালী বাবুর সহিত তাহার দেখা হয়। ক্রমে ইহাদের পরস্পর কতক আলাপ পরিচয় হয়। যুবক এই বাঙ্গালী বাবুর নিকট তাহার ব্যাগ রাখিয়া কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করেন। তিনি আসিয়া দেখেন যে, ব্যাগের চাবিটা যেন কেহ খুলিয়াছে। ব্যাগ খুলিয়া দেখেন যে, তাহার কয়েক খানি নোট চুরি গিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার বাঙ্গালী বাবুর উপর সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং তিনি এই বিষয় ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট বলেন। ষ্টেসন মাষ্টার রেলওয়ে পুলিশকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করান এবং তাহারা বাঙ্গালী বাবুর খানাতলাসী করে কিন্তু চোরা মাল গুলি প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তাহারা বাবুকে ছাড়িয়া দেয়। যুবক ও বাবু তৎপর ট্রেনে চড়িয়া চলিয়া যান। প্রায় এক মাস পর উক্ত যুবক এক সমন প্রাপ্ত হন। তাহাতে লেখা থাকে যে, তিনি পুলিশকে মিথ্যা সংবাদ দেন এবং এই নিমিত্ত তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যুবক বিস্তর খরচ করিয়া পাটনায় উপস্থিত হন এবং ডেঃ মাজিষ্ট্রেট মকর্দ্দমা ডিসমিস করিয়াছেন। কিন্তু যুবকের যে অনর্থক অর্থ ব্যয় ও নানা বিধ কষ্ট হইল তাহার জবাবদিহি কে করে?

—রুশিয়ায় এ বৎসর এ রূপ শীত পড়িতেছে যে, অনেকের শোণিত হিম প্রভাবে ঘণীভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইয়াছে।

—আমেরিকার যুদ্ধ কাগজের দ্বারা অপূর্ব্ব এক রূপ সিন্দুক প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে কাষ্টের কোন রূপ ফ্রেম থাকে না, অথবা অন্য কোন কঠিন বস্তু থাকে না। ইহার চারি পার্শ্ব কেবল চর্ম্ম দ্বারা আবৃত থাকে, অথচ এই সিন্দুক কাষ্ট নির্ম্মিত সিন্দুক অপেক্ষা কঠিন।

—স্যাঙ্কি এবং মুডী নামক দুই জন ধর্ম্ম যাজক গান করিতে করিতে ধর্ম্ম প্রচার করেন। কোন২ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়দিগের মতে এটী সম্পূর্ণ শাস্ত্র সঙ্গত নহে। মুডী ও স্যাঙ্কি সম্প্রতি ফিলাডেলফিয়ায় এই রূপে ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হন এবং ঘোষণা দ্বারা তাহাদের অভিপ্রায় প্রচার করেন। ফিলাডেলফিয়ার এক জন রোমান কাথলিক ধর্ম্ম যাজক এই নিমিত্ত আজ্ঞা প্রচার করেন যে, তাহার অধীনস্থ যে কোন রোম্যান ক্যাথলিক তাহাদের ধর্ম্ম যাজনা শ্রবণ করিতে গমন করিবে তাহা তিনি এই রূপ অভিসম্পাত করিবেন যাহাতে তাহার চিরকাল নরকগামী হইতে হইবে।

—একটি জনরব উঠে যে পোপ দেনার নিমিত্ত বন্দী হইয়াছেন। এই জনরব সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়ে। রোম্যান ক্যাথলিকেরা পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বিশ্বাস করেন। পোপ অর্থের নিমিত্ত বিপদাপন্ন হইয়াছেন ইহা শুনিয়া তাহারা অস্থির হন। তাহারা পোপকে অর্থ প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন এবং সম্প্রতি এই উপায়ে পোপ ২০ কোটি ফ্রাঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছেন।

—যুবরাজ যখন সুয়েজ খাল হইতে গমন করিবেন তখন সেখানে তাহার সম্মানার্থে একটী বল দেওয়া হইবে। এটী সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানি নিজ ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিবেন। ইহাতে ১৫০ হাজার ফ্রাঙ্ক ব্যয় হইবে।

—গবর্ণমেণ্ট শার্দ্দুল কুল বিনাশের নিমিত্ত এত যত্ন করিতেছেন তবু তাহাদের উপদ্রব নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। গত বৎসরের শেষ তিন মাসে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ৫৮৩ বলীবর্দ্দ, ৬৮৬ গাভী, ২৪৬ গো শাবক, ১৬৯ মহিষ, ১৪৮ মেষ, ৩৩২ ছাগ, ১৮ ঘোটক, ৫ গর্দ্দভ, ৭৬ কুক্কুর, এবং ৩১ শুকর, সাকল্যে ২২৯৪টি গৃহ পালিত পশু হত হয়।

—সার সালার জঙ্গের বিলাতে গমন এক রূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাঁহার অবর্ত্তমানে দুই জন নবাব নিজামের মন্ত্রীর কার্য্য সমাধা করিবেন।

—মান্দ্রাজের অন্তর্গত সাইগন নামক একটি স্থান আছে। এটী ফরাসীদিগের অধিকারস্থ। এখানে এক জন প্রধান উকীলের প্রতি পরিশ্রমের সহিত রার বৎসর কারাগার বাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইনি জাল জুয়াচুরী করিয়া ছিলেন এবং এই উপায়ে বৎসর নেরো ষোল হাজার টাকা উপার্জ্জন এবং প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। ইহা অপেক্ষা ইহার স্ত্রী আরো ব্যয়শীলা।

—বোম্বাইয়ে বসন্ত রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত মাসে প্রতি সপ্তাহে এক শত চল্লিশ জন করিয়া লোক এই পীড়ায় প্রাণ ত্যাগ করে।

---

## পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীঃ—জামালপুরের মুন্সেফ বাবু সর্ব্বেশ্বর মজুমদার ময়মানসিংহে বদলী হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পত্র প্রেরক বলেন যে, সর্ব্বেশ্বর বাবু জামালপুরে সকলের নিকট বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার স্থানান্তরিত হওয়ায় অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন।

শ্রীরাম প্রসাদ সেন—ফরিদপুরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ২ বিস্তর মাতালও দেখা দিয়াছে। পত্র প্রেরক বলেন যে, কতক গুলি সম্ভ্রান্ত লোকও সুরাপান করিয়া অন্যায়াচরণ করেন। অপর তিনি লিখিয়াছেন যে, আমলাদের মধ্যে কেহ কেহ বিস্তর উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহা তদন্ত করিয়া দেখেন না।

শ্রীশ্যাম লাল সেন বরিশাল—স্থানাভাব।

জুনিয়াস, আসাম—ইংলিশম্যান কর্ণেল আগনিউয়ের সুখ্যাতি করায় পত্র প্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কর্ণেল সাহেব অনেক দিন অবধি আসামে জুডিসিয়াল কমিসনার হইয়া কার্য্য করেন বটে, কিন্তু দেশীয় লোকের উপকার অপেক্ষা অপকারই তিনি অধিক করেন। তিনি আরো বলেন যে, কর্ণেল আগ্নিউর নাম আসামে অগ্নি বলিয়া প্রচলিত। আগ্নিউ সাহেব আসামের কি কি অনিষ্ট করিয়াছেন পত্র প্রেরকের তাহাই বর্ণন করিয়া লেখা উচিত ছিল, শুদ্ধ কথা দ্বারা নিন্দাবাদ করিলে কোন কাজ হয় না।

শ্রীসাত কড়ি চট্টোপাধ্যায়—মুঙ্গেরের কয়েক জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী একটি দাতব্য সভা স্থাপন করিয়াছেন। উপায় হীন ব্যক্তিগণকে সাহায্য করা ইহার উদ্দেশ্য। কলিকাতা চোরবাগান নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার নিমিত্ত মাসিক দশ টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। পত্র প্রেরক তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

ন, চ, মল্লিক, নড়াইল—আপনি যাহা লিখিয়াছেন উহা গ্লানিকর। যদি এই অত্যাচারের সম্যক প্রমাণ দিতে পারিতেন তাহা হইলে আমরা আপনার পত্র খানি প্রকাশ করিতাম। কিন্তু আপনি নিজেই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, উহা প্রমাণ হওয়া দুর্ঘট, এমন অবস্থায় আপনার কিল খাইয়া কিল চুরি করাই কর্ত্তব্য।

জনৈক স্পষ্ট বক্তা সাকটিগড়—"পুলিশের ঘোর নিদ্রা" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক বলেন যে, বর্দ্ধমানে আজ কাল ভয়ানক চুরি ডাকাইতি হইতেছে। সহর থানার অন্তর্গত ইদিলপুরে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, আবার সাকটি গড় আমড়া প্রভৃতি স্থানে চুরি ও বিট্রে নবগ্রাম বীরসিমুলে প্রভৃতি স্থানে ডাকাইতি হইয়াছে। ইহার কতক গুলি চুরি ডাকাইতি পুলিশের সম্মুখে হয়, কিন্তু যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে তাহারা সে সময় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, চোর ডাকাইত পালাইলে তাহাদের হুহুঙ্কারে গ্রাম সমুদায় বিলোড়িত হয় এবং তাহারা গরিব চোকীদারদিগের উপর যত রাগ ঝাড়েন।

শ্রীকালী কিশোর চৌধুরী—ভাওয়েলের রাজা কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর ও তাঁহার পুত্র ও কন্যা কুনবেড়িয়া স্কুলের সাহায্যার্থে দান করায় পত্র প্রেরক তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

কস্যচিৎ গ্রামবাসী—বারাসতের নিকট ব্রাহ্মণমণ্ডলী নামক একটি ভদ্র গ্রাম আছে। উহা বারাসাত পোষ্ট আফিশ হইতে চারি মাইল এবং কদম্বগাছী পোঃ অঃ হইতে দুই মাইল, তথাপি উহা বারাসতের অন্তর্গত হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত ডাকের চিটী পাইবার ভারি গোলযোগ হইতেছে। পোঃ মাঃ জেনারেলের নিকট পত্র প্রেরকের নিবেদন যে, যাহাতে উক্ত গ্রামবাসীগণ নিয়মমত পত্রাদি প্রাপ্ত হন তাহার সদুপায় তিনি করেন।

শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—কাকিনার কুমার মহিমা রঞ্জন রায় ব্রাহ্মণাসন পুস্তকালয়ে ৩০ টাকা দান করায় পত্র প্রেরক তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

পাইকাপাড়া নিবাসীগণ—আপনারা জনৈক এখানে আসিয়া আপনাদের অত্যাচার গুলি বর্ণন করিয়া যাইবেন।

শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়—লিখিয়াছেন যে, বগুলার পোষ্ট মাষ্টারকে দিবা রাত্রি তিন চারি বার ট্রেনের সময় উপস্থিত হইতে হয়, ইহাতে শুদ্ধ তাহার বেশী পরিশ্রম হয় না, বগুলা পোষ্টাফিশের কার্য্যও বিশৃংখল হইয়া পড়ে। এই পোষ্টাফিশের কার্য্য কম নহে, এক জন মনুষ্যের পক্ষে এত কাজ করা এবং তদ্ব্যতীত ষ্টেসনে যাওয়া আসা করা বিশেষ কষ্টকর, বিশেষতঃ ষ্টেসন পোষ্টাফিশের তত নিকট নহে। পোঃ মাঃ জেনারেল অনুসন্ধান করিলে ইহা জানিতে পারিবেন।

শ্রীগ্রীশচন্দ্র চৌধুরী—ঘর কান্নার বিষয় সাধারণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে কোন লাভ নাই।

শ্রী দ—'উত্তেজনা' শীর্ষক একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক যে সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছেন আগামী শনিবারে অপরাহ্ণ চারিটার সময় গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটার হলে তৎ সংক্রান্ত একটী সাধারণ সভা ইণ্ডিয়ান লিগ কর্ত্তৃক আহুত হইবে। যাহাতে উক্ত সভায় লোকের সমাগম হয় পত্র প্রেরক যদি তাহার করেন তাহা হইলে তিনি যাহা লইয়া এ রূপ উত্তেজনা করিয়াছেন তাহার অত্যাচার অনেকটা দূর হইতে পারে।

---

# প্রেরিত।

---

## ভদ্র লোকের কষ্ট

আজি কালি ইতর লোকের প্রাদুর্ভাব বোধ হয় কাহার অবিদিত নাই। ইহাতে ভদ্র লোকের কি রূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা সকলেই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। কি পল্লিগ্রামে কি সহরে সর্ব্বত্রে সমভাব হইয়াছে। একটী চাকর পাওয়া আজ কালি বিষম ব্যাপার কিন্তু কেরানি ও মুহুরি রাস্তায় ঘাটে মাঠে ছড়া ছড়ি। একটী ২০।২৫ টাকার কর্ম্ম খালি হইলে রাশিকৃত দরখাস্ত পড়িয়া থাকে; সুতরাং মধ্যবিৎ লোকের প্রায়ই অন্ন কষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও একটী মজুর আবশ্যক হইলে পর, কত বাপু বাছা করিয়া ও খোসামদ পূর্ব্বক পাওয়া যায়, যদি গৃহস্থের কর্ম্মে এলেন, তবে হয় তামাকে নয় গপ্পে সময় কাটান, তাহাতে কিছু চড়া কথা বলিলে মহা মুস্কীল ব্যাপার, অমনি কহে তোমার কাজ দেখে লও, কাল হতে আসিবনা, যেখানে ভাল জন পাও এন লও। মহাশয় অগত্যা গৃহস্থ কি করেন তাহাতেই স্বীকৃত হয়েন। ধোবার কার্য্য, বিশেষ পল্লিগ্রামে, ততোধিক। কাপড় লইয়া প্রায়ই মাস কাবার করেন, কখন পক্ষান্তরে কখন বা অনুগ্রহ হইলে এক হপ্তায় দেন, কিন্তু যেরূপ বস্ত্র সব পরিস্কার হয় তাহা অনেকেই জানেন। তাহতেও ক্ষতি নাই; বজায় ২ আসল কাপড় পাইলে পরম ভাগ্য। আবার দিনে ডাকাতি; ঘোষের পো (গোয়ালা) একটী বিষম দৌরাত্মকারক; অধিক মূল্য লইয়াও জল মিশ্রিত করিতে ত্রুটী করেন না! দুগ্ধ একটী উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী; বিশেষ দুগ্ধ পোষ্য বালক বালিকাদের কেবল মাত্র জীবন ধারণের উপায়, সুতরাং না লইলেই নয়, আসিতে একটু বিলম্ব হইলে গৃহস্থগণ লোকের উপর লোক পাঠাইয়া দেখিতে থাকেন, তাহাতে কিছুই বলিবার যো নাই। আর একটী বিষম কষ্টের কারণ দরজি সাহেব। কোন প্রকার জামা তৈয়ারি করিতে দিলে খলিপার পো কতক মূল্য লইয়া একটী কড়ার করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে কিছু দিন (২।১ মাস) পরে আসিয়া নানা প্রকার ভান করত কহেন সব তৈয়ারি হইয়াছে, কিছু খরচ দেন। খরচ পাইয়াছে আর কে পায়, ভাই সাহেব আজও গেল কালও গেল হয় চড়ক দেখিবার সময় নহেত স্নান যাত্রার সময় শীত বস্ত্র আনিয়া দিলেন। মহাশয় দুঃখের কথা বলিতে কি; গত বৎসর অগ্রহায়ণের ৪।৫ তারিখে একটি কোট তৈয়ারি করিতে দিই, এবং খরচও কিছু দেওয়া হইয়াছিল, দরজি সাহেবের সহিত ২।৩ মাস আর সাক্ষাৎ হয় না; কি করি শীত কালও গত হইল লোক পাঠাইতে পাঠাইতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিরত রহিলাম, কিন্তু আমার সৌভাগ্য ক্রমে গত আষাঢ় মাসের পুন যাত্রার পূর্ব্ব দিন অনুগ্রহ পূর্ব্বক দরজির পো কোটটী দিলেন, আমি অত্যন্ত খুসি হইয়া তাহাকে মৌখিক অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিলাম। ভাবিলাম কাহার মূলে নাশ কাহার অর্দ্ধশেষ করেন, তাহা না করিয়া যখন বৎসরান্তে দিয়াছে তখন আমার পরম ভাগ্য। মফঃসলে প্রায়ই এই রূপ ঘটিয়া থাকে। এদিকে পরামানিকের অনুগ্রহে পিতৃ লোকের পরলোক প্রাপ্তি শোকসূচক চিহ্ন প্রায় প্রতি মাসেই ধারণ করিতে হয়। আবার মদক ভায়া মিষ্টান্ন প্রায়ই পাড়াগা বলিয়া ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরূপ দ্রব্য আহার করিলে অনেক সময় ব্যারাম আপনা আপনি উপস্থিত হয়। ইহার দাম আবার চতুর্গুণ। আধা ছানার মণ্ডা (পল্লিগ্রামের) বোধ হয় আপনার পাঠকগণ কেহ কেহ খাইয়া থাকিবেন। গালে দিলে গিলিতেও মুস্কিল এবং ফেলিতেও মুস্কিল, সাপের ছুছা গেলার ন্যায়, ভগবতীকে প্রায়ই মদক পাড়াদিয়া যাইতে দেখিনা। এই রূপ কতই কষ্ট আছে তাহা আর কি বলিব।

---

## মৃত বাবু দেবনাথ রায় চৌধুরী।

মহাশয়,

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে যে বিগত ৭ই ফালগুন শুক্রবার বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় সাতক্ষীরার সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী বাবু দেবনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় দেশস্থ ব্যক্তিবর্গ ও স্বকীয় প্রজা পুঞ্জকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যাহার পতনে সাতক্ষীরা নির্ম্মস্তক হইল, যাহার কীর্ত্তি কলাপ সাতক্ষীরা ও তৎ সন্নিহিত স্থানসমূহে দেদীপ্যমান থাকিয়া তদীয় অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত চিত্তের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যাহার চমৎকার প্রজা শাসন কৌশল সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিয়া ছিল, যাহার সমাজ রঞ্জন নীতি চাতুর্য্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, পণ্ডিতগণ যাহার সহিত সদালাপে পরমানন্দ উপভোগ করিতেন অদ্য সেই মহাত্মার পরলোকগমন বার্ত্তা শ্রবণে কাহার

কৃত ॥

হৃদয় ব্যথিত না হইবে। শুষ্ক চক্ষু কোন বন্ধুর নয়নযুগল অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন না করিবে? মহাশয়, যিনি ক্ষণকাল এই মহাত্মার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই ইহার অত্যাশ্চার্য্য বাক্ কৌশল ও অসীম বুদ্ধি শক্তিতে বিমোহিত হইয়া ইহার গুণ পক্ষপাতী হইয়াছেন। কখন কোন বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে সুনিপুণ এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকেও অতি সাবধানে ইহার প্রশ্নাদির উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে হইত। যাহাতে অধিকারস্থ গ্রাম সমূহের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় তদ্বিষয়ে ইনি যাবজ্জীবন প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন এবং অনেক অপকৃষ্ট স্থানও কেবল ইহারই যত্নে তাহাদিগের বর্ত্তমান সৌভাগ্য-দশায় সমুপস্থিত হইয়াছে। এই মহাত্মার বিদ্যোৎসাহিতা গুণ সর্ব্বথা প্রশংসার্হ, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ ছিল। কোন সুবিজ্ঞ সংস্কৃতাধ্যাপক ইহার সভায় আগমন করিলে ইনি অধিকাংশ সময় পণ্ডিত বরের সহিত শাস্ত্রীয়ালাপে ক্ষেপণ করিতেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে বিদায় করিতে হইলে নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে তাঁহার প্রস্থানানুমোদন করিয়া যাত্রা কালে যথেষ্ট অর্থ ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় করিতেন। লোকানুরঞ্জন গুণে মৃত বাবু এত দূর পটু ছিলেন যে, সকলই একান্তর তাঁহার সঙ্গ লাভ আকাঙ্ক্ষা করিতেন ও তৎসহ সদালাপে সমধিক সুখানুভব করিতেন। খাল ও পুষ্করিণী খনন, প্রশস্ত পরিস্কৃত রাস্তা করণ ইত্যাদি সাধারণ হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান যৌবন কালে ইহার ব্রত স্বরূপ হইয়াছিল, এবং সাতক্ষীরা অঞ্চলে কৃষি প্রণালীর বর্ত্তমান উন্নতি ইহারই যত্নে সাধিত হয়; পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিয়া "পঞ্চনাথ কমিটি" নামক সভা দ্বারা সুশৃংখলার সহিত জমিদারি কার্য্য নির্ব্বাহ ইহারই অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তির অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ।

প্রায় পয়ষট্টি বৎসর বয়ক্রম কালে ইনি কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন এবং শরীর স্বাভাবিক রোগ জীর্ণ না হইলে সুদীর্ঘ জীবন লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় পীড়িত হইয়াও এক মাত্র স্বাস্থ্য রক্ষণ নিয়ম পালন গুণেই দেবনাথ বাবু এই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। প্রাতঃ সমীর সেবন, স্বাস্থ্যকর সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ, এবং নির্ম্মল শীতল জল মাত্র পান করিয়া শরীরস্থ ব্যধিকে স্বাধিপত্য বিস্তারে বঞ্চিত রাখিয়া ছিলেন। ঐশ্বর্য্য সুলভ কোন দোষই মৃত বাবুর চরিত্র কলঙ্কিত করিতে পারে নাই, অন্যান্য ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থ ব্যয় কখনই তাঁহার অনুমোদিত হইত না। ফলতঃ দেবনাথ বাবুর মৃত্যুতে আমাদের দেশীয় জমিদার সম্প্রদায় যে একটি বহু মূল্য ভূষণ হারাইলেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পারিবারিক সুখ সম্বন্ধে দেবনাথ বাবুকে অবশ্যই সৌভাগ্যবান বলিতে হইবেক। স্ত্রী পুত্র ও পৌত্রাদির সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? কিন্তু তাঁহার ভাগ্যবশতঃ কোনটিরই অভাব নাই, সুতরাং চরম সময় ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হইয় তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব শান্তি সলিলে অবগাহন করিয়া ছিল।

তাং ২৬এ ফালগুন। কালকাতা। } শ্রীসাঃ—

---

## প্রতিবাদ।

আপনার ২০এ ফালগুন তারিখের পত্রিকায় প্রেরিত স্তম্ভে বগুড়া হইতে প্রেরিত 'কোন দুঃখী' স্বাক্ষরিত পত্র পড়িয়া আমরা বস্তুতঃ কিছু দুঃখিত হইলাম। পত্র প্রেরক প্রথমতঃ কমিসনার সাহেব মহোদয় কর্ত্তৃক অত্রত্য অফিস ইত্যাদি পরিদর্শনের ফল যে সন্তোষকর হইয়াছে, তজ্জন্য মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। আবার পরক্ষণেই বলিয়াছেন, 'আফিস গুলির গুণে যত না হউক, শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়ের চতুরতা ও কৌশল গুণেই অনেকটা ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছিল'। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর অনুমান হয় তাহাতে সংবাদ দাতার মনের ভাব স্পষ্ট এই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহার বিশ্বাস, কমিশনার সাহেব মহোদয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক (যদি এই স্থলে 'চতুরতা' ও 'কৌশল' এই শব্দের কোন অর্থ থাকে) প্রতারিত হইয়াছেন; পক্ষান্তরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সত্যের অপলোপে মিথ্যা বাক্ জাল বিস্তার করিয়া কমিসনার সাহেবের মন হরণ করিয়াছিলেন। ভাল, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে কিসে জন্মিল? তিনি কি কখন "আফিস গুলি" ইন্‌স্পেক্‌সন করিয়া তাহার কোন দোষ জানিতে পারিয়াছেন? যদি তাহা না হয়, তবে তঁহার কথা যে সমূলক তাই প্রমাণ করিবার উপায় কি? মহাশয়! "আদার বেপারি হয়ে জাহাজের খবর" কেন? পত্র প্রেরক আপনাকে 'দুঃখী' বলিয় পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় লোকের পক্ষে বড় লোক ঘাটাইতে যাওয়া এ নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা বলিতে হইবে। আগে আত্ম রক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করিয়া নেও, তার পর 'নিদ্রিত বাঘকে চেতন' করিও। যাহ হউক আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি দুঃখী যেন ভবিষ্যতে আর এ রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন।

দ্বিতীয়। পত্র প্রেরক দ্বিতীয় প্রস্তাবে পোষ্ট মাষ্টার হৃদয় বাবুর প্রশংসা করিতে গিয়া স্বীয় কল্পনা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি, হৃদয় বাবু পোষ্টেল বিভাগের এক জন উপযুক্ত লোক, কিন্তু পত্র প্রেরক তাহার কৃতকার্য্য গুলির নামোল্লেখ করিয়া তাহার মান বাড়াইবার যে চেষ্ট পাইয়াছেন তাহাতে কেবল তিনি নিজেই হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। কিসে কি হয় তাহা সবিশেষ না জানিয়া প্রলাপের ন্যায় কতক গুলি কথা বলিলে তাহা কাহার উপকারে আইসে না। জমিদারী ডাক আফিস যে হৃদয় বাবুর যত্নে পোষ্টেল বিভাগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, এ সংবাদ লেখক কোথায় পাইলেন? এ গুলি যেন তাঁর নিজের ঘরের কথা; নতুবা এ রূপে 'উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে' চাপাইতে কেন সাহস করিবেন? 'অনধিকার চর্চ্চা করিও না' 'দুঃখী' কি দুঃখের সাগরে পড়িয়া ছেলে বেলার এই পাঠটীও ভুলিয়া গিয়াছেন?

তৃতীয় প্রস্তাব পড়িয়া আমাদের কিছু হাসি পাইল। 'নেপথ্যের শিরোভাগে বৃহদক্ষরে' 'টিকিট'? দেওয়া ছিল; ইহা পড়িলে সহসা এক জনে মনে করিবেন যে রঙ্গ ভূমির পশ্চাদ ভাগেই ঐ টিকিট দেওয়া হইয়াছিল। লেখক এখানে একটী বিষম ভ্রম করিয়াছেন; যাহা হউক এ জন্য তাঁহাকে আমরা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। লেখক এই প্রস্তাব উপসংহার কালে অভিনেতৃগণকে বলিয়াছেন 'এবারে যে সকল দোষ লক্ষিত হইল, ভবিষ্যতে যেন তাহা সংশোধিত হয়'। এ স্থলে দোষ গুলির উল্লেখ করিলে ভাল হইত।

কস্যচিত যথার্থ বাদিনঃ।

---

## অগ্নি কাণ্ড

মহাশয় ৩০এ ফালগুন রবিবার বেলা দুই প্রহরের সময় পশ্চিম বায়ু প্রবল থাকায়, পুর্ণিয়াস্থ ভাটার বাজারে অগ্নি লাগিয়া, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ৭০ জনের ১৫১ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। অগ্নি বায়ু সংযোগ এ রূপ প্রবল হইয়াছিল যে প্রায় কেহই কিছু বাহির করিতে পারেন নাই। একটী বৃদ্ধা তাহার প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে গিয়া যেরূপ দগ্ধ হইয়াছে তাহাতে তাহার জীবনাশা অতি অল্প। এই অগ্নি কাণ্ডের সময় এখানকার পুলিষের সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত বৃদ্ধাকে হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে যে কত টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই। এই বাজারে প্রায় প্রতি বৎসর অগ্নি লাগিয়া থাকে কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন না। যে সকল লোকের গৃহ দগ্ধ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া বোধ হয় এখানকার ধনী ও ভদ্র মহাশয়েরা কখনই সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

পূর্ণিয়া ১ চৈত্র। } শ্রীসারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

---

## টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত গোলযোগ।

মহাশয়! আজ কাল পল্লিগ্রামে গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ যোগে সমাচার পাঠান এবং তদুত্তর প্রাপ্তি বিষয়ে অতিশয় গোলযোগ হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিদেশস্থ কর্ম্মচারী ব্যক্তিদিগের যে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এই দারজিলিং হইতে কোন পল্লিগ্রামবাসী নিজ বাটীতে টেলিগ্রাফ পাঠাইলে তদ সন্নিহিত গবর্ণমেণ্ট বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া তার আফিস দ্বারা তথায় সমাচার প্রেরিত হইত, এবং তদুত্তর প্রাপ্তি জন্য যেখানে হইতে সমাচার পাঠান যায় তথায় নিয়মিতরূপে টাকা জমা করিয়া দিলে, তিনি অনায়াসে বাটীর সমাচার পাইতেন। কিন্তু এখন আর সে রূপ কেন হয় না বলিতে পারি না। দারজিলিং তার আফিসে উত্তর প্রাপ্তি জন্য টাকা জমা করিতে হইলে এখানকার টেলিগ্রাফ মাষ্টার কহেন যে, কোন রেলওয়ে তার আফিস হইতে প্রত্যুত্তর আসিলে, তিনি এখানে টাকা জমা করিতে পারেন না। মহাশয়! লোক বিশেষ বিপদাপন্ন কিম্বা সত্বর জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রাপ্তির আশা না থাকিলে কেহই তার যোগে সমাচার পাঠান না। কিন্তু এ অবস্থায় পল্লিগ্রামবাসী উত্তর প্রেরিতার হস্তে টাকা না থাকিলে আর উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রজা হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট প্রজার কষ্ট দূর জন্যই স্থানে২ এ রূপ তার আফিস স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান নিয়ম দ্বারা তাহার বিপরীত ফল উৎপাদন হইতেছে। যদি কোন সুযোগে কোন সুযোগ্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর চক্ষে উক্ত বিষয়টী পতিত হয় এবং তাহা হইলে এই অদ্ভুত নিয়মটীর প্রতিবিধান হইতে পারে এই ভাবিয়া মহাশয়কে লিখিতেছি। ভবদীয় বিখ্যাত পত্রিকায় এ বিষয়টী কিঞ্চিৎ স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইব।

দারজিলিং ২০শে ফালগুন ১২৮২। } একান্ত বশম্বদ শ্রীদুর্গাদস মুখোপাধ্যায়।

---

## একটি অন্যায় নিয়োগ।

মহাশয়, হাইকোকোর্টের অন্যতম বিচারপতি জ্যাকসন সাহেবের পুত্র আমাদিগের প্রেসিডেন্সি কলেজের এক জন অধ্যাপক হইয়াছেন। তিনি উক্ত পদের কোন রূপেই উপযুক্ত পাত্র নহেন। প্রথমতঃ তাঁহার তাদৃশ লেখ পড়া জ্ঞান আছে বলিয়া বোধ হয় না, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার বয়স অতি অল্প। অল্প বয়স্ক বলিয়া আমরা তাঁহার নামে অভিযোগ করিতেছি না, কিন্তু আমাদের যে প্রকারে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই আমর স্কুল হইতে যাহা শিখিয়া আসিয়া ছিলাম তাহা ভুলিয় যাইব। শুনিয়াছি নাকি তাঁহার পিতার অনুরোধে আমাদের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা কত দূর সত্য তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন। শিক্ষিতদিগের উপর অনেকটা দেশের উন্নতি নির্ভর করে। আমাদের যদি এরূপ বিদ্যাবিহীন লোকের নিকট শিক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে আমরা যে কত বিদ্বান হইব তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন। আমাদিগের অধ্যাপকের বিদ্যার বিষয় শুনিয়াছি তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের কোন রূপ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, এক বার উল্লেখ করায় বিফল মনোরথ হইয়া ছিলেন। আপনারা যদি এক দিন আসিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া যান তাহা হইলে বাধিত হই।

প্রসিডেন্সি কলেজের এক জন ছাত্র।

---

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়